রত্ন ভান্ডার
ও
জ্ঞান ভান্ডার
প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে
ছন্দরাজ ও কবিরত্ন ঃ-
মোঃ হাতেম তাই লাহুরী

প্রথম প্রকাশ ঃ-
অক্টোবর ২০০৪ ইং, বাংলা ১৪১১ সন।

২য় খন্ড সহ পুনঃ মূদ্রণ ঃ-
জানুয়ারী ২০১২ ইং, বাংলা ১৪১৮ সন।

প্রচ্ছদ ঃ এ, বি, এম নজমুল হুদা (লিকু)

মূল্য ঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

মূদ্রণে ঃ রশিদ অফসেট প্রিন্টার্স

بسم الله الرحمن الرحيم

ঃ লিখকের পরিচয় ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম, ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। মাওঃ মোঃ হাতেম তাই ছাহেব ইং ১৯৫৭ সালে আলিম পাশ করে পাকিস্তানের লাহোরে চলে যান। সেখানে ৫ বছর লেখাপড়া করে এসে টাঙ্গাইল করটিয়ার অন্তর্গত টেংগুরিয়া পাড়া মাদ্রাসা গড়েন। সে মাদ্রাসা বর্তমানে ফাজেল মাদ্রাসা। এখন তিনি নিজ নামে একটি মাদ্রাসায় জমি দান করে বনগ্রামে এইচ, টি, এল মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি শুধু আলেম নন, তিনি একজন দেশপ্রেমিক বক্তা ও বিখ্যাত কবি এবং তিনি ভালো একজন হেকিম বা চিকিৎসক। তিনি সারা দেশের প্রায় স্থানেই সভায় যোগদান করেছেন। তিনি জ্বীন পরী বা খবিছের কোন আছর হলে যদি কেহ ভাল করিতে না পারে খোদার ফজলে তিনি প্রায় দুই লক্ষ তেমন রোগীকে আরোগ্য করিয়া দোয়া নিয়াছেন। আমরা তিনাকে বার বার বই ছাপাতে অনুরোধ করায় এই বইখানা ছাপাইলেন। আমরা তার মঙ্গল কামনা করি। ইতি-

বিনীত-

মাওঃ মোঃ বিলাল হোসেন ভাওয়ালী

ও মাওঃ মোঃ আমানুল্লাহ

ঃ নিবেদন ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম, ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। অগনিত ছালাম বাদ, মুসলমান ভাই সাহেবান, আমি নগন্য খাদেম এ পর্যন্ত কোন বই লিখে ছাপাইতে সুযোগ পাই নাই । তাই দেশবাসীর নিকট আবেদন ক্ষুদ্র বই খানি আপনাদের খেদমতে হাজির করিলাম। আমার ভাষা জ্ঞান নাই। ইহার মধ্যে ভুলত্রুটি হওয়া বা থাকা সম্ভব । আপনারা ভাই মনে করে আমার বইখানার কোন প্রকার ভুলত্রুটি থাকলে নিজ গুণে তাহা মার্জনা করিবেন এবং আমার জন্য দোয়া করিবেন।

আমি আপনাদের সহানুভূতি পেলে ইনশাআল্লাহ আরও দুই খানা বই ছাপাতে ইচ্ছা করছি। ইতি–

লিখক–

ছন্দরাজ কবি ও কবিরত্ন

মোঃ হাতেম তাই লাহুরী

ঃ মোনাজাত ঃ

ওহে খোদা রহমান, মোদের ফেরদৌসে দিও স্থান, শান্ত কইর মন প্রাণ নিরাশ করিও না। স্বর্গময় সুখ রথে, নিয়ো মাবুদ স্বর্গ পথে, পুণ্য সম্বল দিও সাথে, আমলনামা ডান হাতে নিরাশ করিও না, হাশরেতে সূর্যের তাপ বিকাশিবে সব পাপ নিজ গুণে কইর মাফ নিরাশ করিও না। মোদের যারা কবরবাসী, লূকাইয়াছে পুর্ণশশী অমাবস্যার মধ্যে বসি, কাঁদিতেছে দিবানিশী জান্নাত দানে কর খুশী নিরাশ করিও না। তৌফিক দাও নামাজ রোজায় ঈমানকে রাখিও তাজা, হাশরের দিও পুর্ণজাজা নিরাশ করিও না। মোদের মা, বাপ করছে ইন্তেকাল, জানিনা কবরের কি হাল, তাদের গুণাহ মাফ কর জুলজালাল নিরাশ করিও না। মোদের ছগিরা, কবিরা গুণা, সবকে কর মার্জনা জান্নাতে দিও ঠিকানা নিরাশ করিও না, হাদিসেতে আছে রওয়া, রাছুলুল্লাহ করছে দোয়া, দোয়া গুণে পায়গো যাওয়া এমনি পায়না। পাপের মোদের অন্ত নাই, তোমার কাছে ক্ষমা চাই তুমি রক্ষিলেই মুক্তি পাই নচেৎ পাইনা। মোরা আখেরী নবীর উম্মত, নামাজান্তে উঠাই হাত, সদাই করি মোনাজাত, মাবুদ গুনাকে করে নিপাত, নিরাশ করেন না। মুছুল্লিরা খোদা ভক্ত নামাজ পড়েন পাঁচ ওয়াক্ত, আল্লাহ জান্নাতে দিবেন তক্ত, নিরাশ করেন না। বলেন মাবুদ বারীতায়ালা, ওরে বান্দা ঈমান ওয়ালা, দোয়ার গুণে যাবে বালা, নিরাশ করবে না। পুলসিরাত চুলাকার, ক্ষুর হইতে অতি ধার, অমাবশ্যা হতে আন্ধার, বিজলীর মত হবেন পার, নিরাশ হবেন না। অতএব বন্ধুগনে দোয়া করবেন সর্বক্ষণে, শান্তি পাবেন দু-জাহানে নিরাশ হবেন না।

ঃ খোৎবা ঃ

আলহামদু লিল্লাহিল মনয়ে মেদ্দাইয়ানে, আজিমেল বুরহানে, মুনাজ্জি লেত্তাওরাতে ওয়াল ইঞ্জিলে ওয়াল কোরআনে, ওয়াচছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা নাছেখেল আদ্বীয়ানে, আল্লাজী উরছেলাহিনা সায়াল কুফরূফীল বুলদানে, ফাদায়াল খালুক্কাই লাত্তাওহিদে ওয়াল ইমানে, ওয়াব তালাস শেরকা ও হাবায়েলেত্ত্ব সিয়ানে ওয়া নাশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরীকালাহু ফারদুন লা মেহলালাহু ছামাদুন লা-নিদ্দালাহু ওয়া লা-জিদ্দালাহু লা-ক্কাবলালাহু ওয়ালা বায়াদালাহু লা-ওয়াজিরালাহু লা-শিবহালাহু লা-ওয়ালেদা লাহু লা-ভোলেদা লাহু ছুম্মা নাশহাদুআন্না ছাইয়্যেদেনা ওয়া ছানাদানা ওয়া ছোয়াদেক্বান্না ওয়া মাছছুদক্কান্না ওয়া মোরশিদানা ওয়া-মাহবুবানা ওয়া মাহবুবা রাব্বেনা ওয়া বাশিরানা ওয়া নাজিরানা ও হাবিবানা ওয়া তোয়াবিনা ওয়া তুয়াবী ক্বলুবেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু ওয়া হাবিবুহু ওয়া খালিলুহু - আম্মা বায়াদু।

ঃ শ্রোতাদের আবেদন ঃ

আস্‌সালামু আলাইকুম,

ছালাম ও দোয়া বাদ জনাব হাতেম তাই লাহুরী ছাহেব। আপনি কবি রত্ন বলে লোকে সম্মোধন করে তাই আপনার মুখে বাংলাদেশ স্বাধীনতার কবিতা শুনে আনন্দিত হয়েছিলাম এবং রাষ্টপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের কবিতাও শুনেছি। এবার চট্টগ্রাম ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ত্রিশটি উপজেলায় তিন লক্ষের মত লোক মারা গিয়াছে তাহার করুণ কাহিনী কবিতাটি শুনতে চাই। সোবহানাল্লাহ এত সুন্দর সুললিত কণ্ঠের কবিতা আমরা কোথাও কোন কবির মুখে শুনি নাই। এখন আপনি আমাদের জন্য একখানা বই রেখে যাবেন। সেই আবেদনে এই ক্ষুদ্র বই খানা ছাপাইতে ইচ্ছুক হইলাম।

ঃ পাঞ্জাবী সের-১ ঃ

হামদ বে-উডকে খালেক তাই আঙ্ক লাখ লাখওয়ারি। দু-জাহা আন্দর জেছদি ছাদা হুকুমত জারী। হায় রাহমান রাহিম খোদাওয়ান্দ ক্কাদের কুদরত ওয়ালা। হাইউন কাইয়ুম আলিম এলাহি খলকদ্বার খোলা। ওয়ে আল্লা খাকি কওম রাছুল বানাইছ আলীশান গেরামি, নুরী কওম বানায়া খাদেম খেদমতগার সদামী। সুরুজ রহমত চাননকিতা, জলুয়াবাজ হেছাবু রুমী ও সামী আরব, ইরাক, গুজারিয়া, হিন্দ, পাঞ্জাবী। জীন মালাক ইনছান হাইওয়ানা ভর্তি আম্বর তারে। ছানায়াত কামেল কুলু কাদের কুদরত নাল ছোয়ারে। কাই হাজারা খলকে আলম হদহেছাবনা আভে। ইনছান হাইওয়ান তাই রাজেক রেজেক পৌছাবে। আবেদ জাহেদ ফাজের ফাছেক নাফরমানওয়ালে। সব সরকারি লঙ্গর খেলাওয়ান পালনাহারা পালে ও আল্লাহ যদ্দু ও কুন ফরমান ছোনাইয়া দীরনা লাগি কুই। আপে জাত মোকাদ্দার খালেক এতনি খলক বানাই। জুদাজুদা হর ছুরত কিতিরং আওয়াজ জবানা। জুদাজুদা হর ছুরত খুবী হর জীন্না ইনসানা। জুদাজুদা হর মেওয়া লুজ্জত জুদাজুদা খূশবুই। জুদাজুদা হর খানে আন্দর লুজ্জত হাজের হুই। হরহর খোশ তাজভীর মোছাওয়ার আজব আজীব বানাই। উছকারীগর কামেল বাহাজু কেছেনা কলম চালাই। হামেতুল্লাহা হামদান লা ফানাহু ওয়াহাদ্দেল হামদি লা ইয়ায়ামু ছেওয়াহো। বালাগাল ওলা বে কামালিহি কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি। হাছুনাত জামিউ খেছালিহি ছাল্লুও আলাইহে ওয়া আলিহি।

শ্রদ্ধেয় জনাব সভাপতি সাহেব, সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ফোজালায়ে ইজাম বয়জৈষ্ঠ মুরুবীয়ান সমসাময়িক বন্ধুবর্গ এবং অন্তরালে অন্তর্গত কাঞ্চন কিরিট মা ভগ্নিগণ ও স্নেহের কঁচি কাঁচারা। আল্লাহ পাক একটি মাত্র কুন শব্দ দ্বারা রবিবার হইতে আরম্ভ করে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়টি দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ইহা একটি চিন্তার বিষয় একটি মাত্র শব্দ বলে এই নিখিল বিশ্ব ধরাধামে যত গাছ বৃক্ষ তরুলতা নদ-নদী দেও দৈত্য পশু পাখি সাগর সলিল কীট পতঙ্গ হীরা কাঞ্চন মণি মুক্তা ইয়াকুত যওহর আসমান জমিন লওহ কলম আগুন বাতাশ সবকিছু একটি কুন শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং মানব মন্ডলীর কাছে বিচার দিয়া বলিয়াছেন হে মানবগণ তোমরা বিচার করে দেখ আমি আল্লাহ কিরূপ ক্ষমতাবান।

আমি একমাত্র কুন শব্দ বলে বিশ্ব ভুবন সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু আমার সৃষ্ট বস্তুর মধ্য হইতে দুইটি বস্তু একরূপ হয় নাই। দেখেন দুইটি বৃক্ষে একরূপ ফল ধরে না দুইটি ফুলে একই রকম গন্ধ হয় না। এমন কি দুইটি পশুর একরূপ চরিত্র হয় না। এ সম্বন্ধে আপনাদের সামনে কয়েকটি বাংলা সের লিখছি জাগ্রত মস্তিষ্ক ও সুস্থ বিবেক নিয়ে গভীর জ্ঞানে ভাবলেই আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতা ও তিনার তায়ারিফ ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যেমন– টিয়া পাখি কথা কয় বাজ পাখি কয় না। দেখেন খেজুর রসে গুড় হয়, শাল গাছের হয় না। মাঠে বিলে ধান হয়, পানি থাকে পুকুরে। গোতা মারে গরু-মহিষ, কামড়ায় কুকুরে। মৌমাছি চাক করে মধু রাখে ভরিয়া। ভীমরুলে করে জ্বালাতন ভনভন করিয়া। বিধাতার মহিমায় পাই নাক অন্ত। হরিনের শিং বড় হস্তির দন্ত, অশ্বের খুড়ে বল বাঘের থাবাতে, হাঁস পারে ভাসিতে আর হনুমান পাড়ে লাফাতে। পশু থাকে লোমে ঢাকা পাখি ঢাকা পালকে, সজারু সে কাটায় ঢাকা বল দেখি বালকে, বক কেন সাদা হেন কালো কেন ভোমরা, রাঙ্গা কেন জবা ফুল বল দেখি তোমরা, সাপ কেন বুকে চলে, জলে চলে মৎস্য। পাখি কেন উড়ে চলে বল দেখি বৎস। তেলে কেন ভাজা হয় জ্বালে হয় সিদ্ধ বল দেখি বৃদ্ধ, বাঁশ কেন কাঠ হেন আখ কেন মিষ্টি? কিছুতেই বুঝে নাক এমনি অদৃষ্ট। ফলে কেন পেট ভরে ফুলে শুধু গন্ধ। যতই ভাবি ততই মোর লেগে যায় দন্দ্ব। চুল কাটি নখ কাটি চোখ কেন কাটি না, মধু কেন চেটে খাই কদু কেন চাটি না? বই কেন তাকে তুলি ফুল ফল ডালাতে, দুধপান বাটিতে ভাত খাই থালাতে। কালি কেন কলমে, পানি চাই খড়াতে, চুল বান্দি ফিতাতে আর গরু ছাগল দড়িতে, জুতা কেন পায়ে পড়ি, টুপি পড়ি মাথাতে। ঘোড়ায় কেন গাড়ি টানে, মুটবয় গাধাতে। মাছরাঙায় মাছ ধরে ডুব দেয় জলেতে। বাদুর কেন ফল খায়, গাছে দেখি ঝুলিতে, খাটে শয়ন, ঘাটে স্নান, বসন কেন আসনে। বাশ বা বেতে ঝাড়াঝুড়া মাজ কেন বাসনে। কুন শব্দ হতে আর, ফাইয়াকুন কে করে সার সৃজিলাম এ সংসার মাখলূকাতে বেসুমার কেহ অন্ত পায় না।

বর্ণে ছন্দে স্ফুলিঙ্গ, অনন্ত পশু কীট পতঙ্গ সুর জমায় তরু বিহঙ্গ পাঞ্জাব, সিন্ধু, আসাম, বঙ্গ সবের ভিন্ন খুবি ভিন্ন অঙ্গ একরূপ দেখিনা। কিন্তু বিশ্বের মাখলুক ছারে অনন্ত অম্বর পরে একই মা'বুদের ইবাদত করে ভিন্ন করে না। অপরূপ তোমার সাধ্য নানা সময় নানা বাদ্য, তুমি প্রাণী মাত্রেই যোগাও খাদ্য ভোগে রাখনা। হাম্‌দ ছানা অফুরান্ত হাতেম তাই হয়ে ক্লান্ত, এখন আল-হাম্‌দ বলে করি খান্ত, সুমার পেলাম না।

দ্বিতীয় হাম্‌দ। হে প্রভূ কৌশল তব। সাধ্য কার বর্ণে সব, স্থিতি রেখেছেন এহি ভব তুমি সর্ব শক্তি তব কৌশল বলে। রবি, শশি গ্রহ কূলে, সাতারিছে নভতলে, সব গাছ বৃক্ষ ফুল-ফলে, হাঙ্গর, কুমির, মাছ কতই জলে তার অন্ত পাইনা। চঁন্দ্র, সূর্য, তারাগনে, রেখে দিয়েছ ঐ গগণে দিবা রাত্রি সর্বক্ষণে। হেরে কত হর্ষ মনে ত্রুটি করেনা। এদের আহার বিহার নাই ক্রিয়া সঞ্চারণ সর্বদাই। হুকুম করেন যাহা মালেক সাই ত্রুটি করে না । এ বিশাল পৃথিবী যিনি শোভা করে এ ধরণী, এতে বাস করে কত প্রাণী অন্ত পাই না । পরোয়ার দেগার ডেকে কয়। আমার তারিফ করা কারো সাধ্য নয়। কোরআনে তার প্রমাণ রয় আমি বলিনা। তামাম আসমান জমি যদি কাগজ হয়, সমস্ত পানি যদি কালী হয়, জ্বীন-ইনসান দুই জাত লেখে যদি দিন-রাত লেখেতে লেখতে হবে কেয়ামত। কাগজ দুই তা খতম হবে কালী সব শুকিয়ে যাবে সব বৃক্ষ কলম ভূতা হবে মা'বুদের তারিফ সব বাকিই রবে কিঞ্চিতও হইবে না। এক মুষ্টি মাটি হতে, আপে খোদা নিজ হাতে বানাইয়া আদম জাতে, কি সুন্দর করলেন তাতে, চেয়ে দেখেন না? ক্ষুদ্র একটি বালীকণা এর মধ্যেও মালেক রব্বানা, তালাস করেন সব বন্ধু জনা খুজে পাবেন না। জলধর পানি বিন্দু তার মধ্যেও করুণা সিন্ধু, তালাস করে যত বন্ধু খোজে পাবেন না, মা'বুদ তুমি তিলকে তাল কর, পর্বতকে সাগরে ডুবাও তুমি শক্তিধর তুমি সর্ব-শক্তিমান, আছ তুমি সর্বস্থানে, নাহি পাই অন্বেষনে, ভ্রমন করি বনে বনে কোথাও দেখিনা, তুমি আল্লাহ চির গুপ্ত, যে জন তোমার প্রেমাশক্ত, তুমি কর অনুতপ্ত, আমি করি না।

ঃ দ্বীন ইসলাম ঃ

আল্লাহ তায়ালা তিনবার পবিত্র মহাগ্রন্থে জলদগম্ভীর স্বরে ফরমাইয়াছেন- (ইন্না দ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ শান্তিময় জীবন বিধান রাছুলে করিম (ছাঃ) এর উপর অবতির্ণ হয়। এই ইসলাম প্রাক্কালে হুজুরে আকরাম প্রায় ২৭টি যুদ্ধ করেছিলেন। যেমন ঃ জংগে বদর, জংগে অহুদ, জংগে খাইবর, জংগে ফোস্তাত, জংগে আওতাস, জংগে হুনাইন, জংগেক্করদবন, মোস্তালেক দমতল, জন্দল ছোলে হুদাইবীয়া, জংগে জাতে রেক্কা, জংগে তায়েফ, জংগে ভুদ্দান, জংগে গুফতান, জংগে তাবুক, জংগে বুহতা, জংগে আম্বার, জংগে আহজাব এবং সকল সাহাবীগণও বহু যুদ্ধ করেছিলেন। এতগুলি যুদ্ধ করেছিলেন তিনার যুগে কোন এরোপ্লেন ছিল না, রেল বা মোটর ছিল না, তুপ, কামান বন্দুকের গুলি ছিল না। কোন মেশিনগান, ব্রেনগান, স্টমিক গান, ষ্টেনগান, ইয়ারগান ছিলনা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিটন, টেলিটেক্স, টেলিভিশন, ডিনামাইট, ট্যাঙ্ক এরূপ কিছুই ছিলনা। কেবল মুসলমানদের মুখে ছিল কালেমা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)।

ছন্দ- আত্মায় একাত্ম হয়ে। একত্বের সুদ্ধি লয়ে, জালাতনে পেটে ক্ষুধা, শতদিকে শত বাধা, তবু ইসলামের হক্ব করতে আদা ক্ষান্ত হলেন না। রসহীন নিরানন্দময় মরুস্থানে জলহীন তৃণ শ্বশানে শত শত্রুর অস্ত্র বর্ষণে ইসলাম ছড়ান ত্রি-ভুবনে, বাধা মানলেন না। ছিলনা পানাহার খাদ্য, হয়ে সবাই দলবদ্ধ,হর্ষে বাজিয়ে ইসলামী বাদ্য, ইসলামের জন্য করলেন যুদ্ধ, ভীত হলেন না। অসীমের ঘনিভূতী, জাগরনে সারা রাতি, মঙ্গল কামনা ইসলামের প্রতি নিজে টলেন না। যিনি হলেন নবীজির শিষ্য, রণক্ষেত্রে রক্তদৃশ্য, তবু সবের মুখে ছিল হাস্য, দখল করলেন সারা বিশ্ব, কভুই ছারলেন না। যে পথে কুফরগন কাটাকে করে বপন, সে কাটা হয় মোমের মতন, পায়ে ফোটে না। যত ছিল কাফের বংশ, ইসলাম ছেড়ে সবেই ধ্বংশ, প্রকাশিল ইসলাম অংশ, গোপন রইল না। এর নাম নছরৎ এলাহী, বাপ-দাদার চৌদ্দ গোষ্টি, সব ছিল বিদ্রোহী, আল্লাহ দিলেন মক্কা মদীনার বাদশাহী, নিম্নে রাখলেন না। -(আলহামদু লিল্লাহ)

ঃ পাঞ্জাবী সের-২ ঃ

হর হর বস্তি, ঘর ঘর মেলি। পরচি হেদায়াত ওয়ালী, ছুনিয়া হুকুম; তামাম শরিয়ত কোই মকান না খালী, উমর কিহা নবিয়া থি আশরাফ নবী করিম ছাহারা আলিশান কিতাবা ভেচ এয়ে কোরআন পিয়ারা। জিব্রাইল ফেরেস্তে ভেচ ছাইয়্যেদ আশরাফ নামী। রাতাথি শবক্বদর মোবারক াকবর শান গেরামী। মাহে রমজান মাহে না ভেচ ছাইয়্যেদ আশরাফ এগানা। জমিমে আরব মোবারক কাবা ফজল খাজানা। এই কারনেই আমাদের নবী ছাইয়্যেদুল মুরছালিন খাতেমুন্যাবিয়্যিন সাফিউল মুজনবীন রাহমাতুল্লিল আলামিন, সামছুল আরেফিন, মুহেব্বুল ফুকারা ওয়াল মাসাকীন ইমামুল কেবলাতাইন, ছাহেবুল হিজরাতাইন এতগুলি টাইটেল বা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক সময় কয়েকজন সাহাবী কেরাম তিনাকে জিজ্ঞাসিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (হাদীস) মান আহাক্কু আলাইয়্যা, অর্থ - হুজুর আমরা কার হক্ক আদায় করব? তদুত্তরে রাসুল ফরমাইলেন (আন তায়াবুদুল্লাহ) অর্থাৎ যে আল্লাহর বায়ু বাতাসে পরিভ্রমন করি; যার নদিতে গোসল করি, যার দেওয়া খাদ্য কলা, আলু, লাউ, বেগুন, আদা, হলদী, পান, সুপারী, আম, কাঠাল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, ছেব, নাশপাতি, আঙ্গুর, আনার, ডালিম, তাল, বেল, লিচু, কমলালেবু, আতা, আপেল, পেপে, খোরমা, খেজুর, খোরমানী, আল-বোখারা, তরমুজ, খরমুজ, আনারুস, বরই, আরও খেয়ে থাকি রসগোল্লা, সন্দেশ, লালমন, ক্ষীরমন, চমচম, কালিয়া কোফতা, সিরনী, জর্দা, বিরানী, মাছ, মাংসের অন্ত নাই এরপর বাড়ীতে দুধওয়ালা গাই, ইহার শুকরীয়ার জন্য নামাজ পড়া চাই- দেখেন গাভী তার বাচ্চা প্রসবের পর দশ-পনের দিন যেতে দেয় না। চার-পাচ দিন পরেই বাছুর ধরে যখন দুধ দোহন আরম্ভ করে বাছুর তার মার মাথার কাছে উজলা মারে। গাই তখন চোখের পানি ছাড়ে। আল্লার কাছে আরজ করে, আল্লাহ তোর বান্দা যে বালতি ভরে, আমার বাছুর যদি দুধ বেগর মরে,

আল্লাহ বলে গাই তোর বাছুরের আমার প্রয়োজন নেই, তোর বাছুর মরতে যাক, আমার বান্দাগণ তোর দুধপানে বেচে থাক, আমাকে সেজদা করতে শক্তি পাক। (ছন্দ) বান্দা তোর দুধে-ঘিয়ে সদাই খাবে, তোর দ্বারা হাল বাবে, এরপর যদি মনে চাবে, তোরে জবেহ করে গোস্ত খাবে আমাকে সেজদা দিলেই নাজাত পাবে হিসাব নিবনা। আবেদ জাহেদ মুসলমান কাফের, মুশরিক, বেইমান, আমি সবের ক্ষেতেই করি বৃষ্টি দান, বখিল হই না। বান্দাকে বিছানায় রাখি হেফাজতে আমি থাকি, আমার খাওয়া বন্ধ রাখি, আমি খাই না। সেই বান্দা যদি আমায় ভুলে যায়, সেজদা বিনে রাত কাটায়, আমি থাকি তার প্রতিক্ষায়, তারে ভুলি না। বান্দা আমায় ভুলে থাকে, তবু অন্ন বস্ত্র দিয়ে তাকে, আমি আল্লাহ চেয়ে থাকি তার মুখের দিকে, দেখি আমাকে আল্লাহ বলে কখন ডাকে বখিল হয় না। তখন স্বর্গীয় ছাহাবাগণ প্রাণপনে বলিলেন হুজুর আমরা এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পবিত্র মসজিদে জামাতের সাথে কায়েম করে পরিব। তারপর বলুন কার হক্ব আদায় করব, রাছুলুল্লাহ ফরমাইলেন, "লে উম্মেকা" অর্থ তোমার মাতার হক। তারপর বল্লেন তারপর কার হক? হুজুর দ্বিতীয়বার ফরমাইলেন তোমার মায়ের হক, ছাহাবীগণ পুনরায় বলিলেন তারপর কার হক রাছুলুল্লাহ তৃতীয়বারও ফরমাইলেন, তোমার মাতার হক। পিতার কথা বলিলেন না। ছাহাবীগণ পুনরায় বলিলেন তারপর কার হক? রাছুলুল্লাহ চতুর্থবার ফরমাইলেন, লে-আবিকা, অর্থাৎ তোমার পিতার হক ইহার সাথে আদায় করিও। ছাহাবীগণ বল্লেন হুজুর মাতার চেয়ে পিতা পরিশ্রম করে বেশি। যেমন আমরা দেখি পিতা ব্যবসা করিতে যায় চট্টগ্রাম ; চালনা, কখনো যায় খুলনা, চৈত্র মাসে হাল জোড়ে হাল বাইতে বেলা গড়ে, আষাঢ়ে বৃষ্টি পড়ে, তবু ভিজে রোয়া গারে, মাত্র একটি হক দিলেন তারে তাও মাকে তিনবার দেওয়ার পরে আগে দিলেন না। হুজুর ফরমাইলেন মার কেন তিনটি হক? শুন- (হামা লাতালহু উম্মুহু) মা তার সন্তানকে পেটে রাখে, ঘুম থাকেনা চোখে, স্বাদ থাকেনা মুখে, দশ মাস চলে মহা দুঃখে, সেই কারণে আল্লাহ পাকে প্রথম হক দিলেন মাকে।

দ্বিতীয় - (ভুলেদাতহু উম্মুহু) মা তার সন্তান প্রসব করে, কলিজা পোড়ে যায়, তবু সন্তানের মুখে চুমা খায়, দুই চার বৎসর পর আবার সন্তান চায়, সকল দুঃখ ভুলে যায়, কাজেই দ্বিতীয় হক পেলেন মায়। তৃতীয় (হামালাহু ওয়া ফেছালাহু আমাইন) দুই বৎসর মায় কোলে রেখে দুধ পান করাইয়াছে মায়ের পেস্তান পরে এমন মধু সৃষ্টি করে, পান করান সব শিশুরে মরতে দেয় না, তাই পরোয়ার দেগার ডেকে কয় কেনেরে বান্দা কর ভয়, মা-বাপ যার ঘরে রয়, ঘরে বসে তার হজ্জ হয়, মক্কায় এসো না। হুজুর বলেন দৈনিক যদি সন্তানরা মা-বাবার মুখের দিকে চেয়ে হাসে, শান্তির সাথে সদাই বসে, অন্তর দিয়ে ভালোবাসে মন্দ জানে না। প্রতিদিন ১০টি হজ্বের সওয়াব পায়। হুজুর বলেন মানুষের হায়াত যদি কিয়ামত তক হইত বা হাজার বৎসর মাতা-পিতাকে সন্তুষ্টজনক খেদমত করিত তবুও মাতা-পিতার হক আদায় হইবে না। ছাহাবাগণ বল্লেন হুজুর উপায় কি? হুজুর বলেন তোমরা যখন উপায় চাও মাতা পিতার জন্য দান-খয়রাত কর, কোরআন তেলাওয়াত কর যখন নামাজ পড়ে দুই খানা হাত তুলে প্রভূর কাছে দোয়া কর -(কুর রাব্বের হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছগীরা) - হে আল্লাহ শৈশব কালে মোর মা বাপ রেখেছে কোলে, আমি আগুনেতে হাত দিলে সর্বাঙ্গ যেত জ্বলে, সেই মা-বাপ করেছে ইন্তেকাল, জানি না কবরের হাল, তাদেরেকে মাফ কর হে জুলজালাল, নিরাশ করিও না। হাদিসে বলেন নবী বরে, ছেলে মেয়ে যদি নামাজ পড়ে, মা বাপের জন্য দোয়া করে, ফেরেস্তাগণ আমিন ধরে, কবুল করেন পরওয়ারে, ফেরত দেন না। বন্ধুগণ ইসলামের শ্রেষ্ঠ আলামত নামাজ। কোন হিন্দু লোক কালেমা পড়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে কায়েম করে আদায় করে দুনিয়ার কোন হিন্দু তাকে জাতে রাখেনা, এক কথাই বলে তুমি মুসলমান। সে যদি বলে কেমনে মুসলমান হইলাম? আমার খাৎনা হয় নাই এবং মুখে দাড়িও নাই। পরিধানে ধুতিই রহিয়াছে। তবু সব হিন্দুরা বলবে মুসলমানের বড় চিহ্ন এই কপাল দিয়ে সিজদা করে আল্লাহকে করে মান্য, সুতরাং যাহারা নামাজ পড়ে না তাহারা মোশরিক এবং কাফের। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী শোনেন-

(ছন্দ) এক আওর ছিল বড় জ্ঞানবতী, স্বামী ছিল মুর্খ অতি, এক বিছানায় কাটায় রাতি, ভিন্ন শয় না। রাত্রি প্রত্যুশ হলে, বিবি গোসল করে শীতল জলে, নামাজ পড়ে খাস দিলে, তরক করে না।

প্রতিবেশী মেয়েরা বলে, থাক তুমি কোন হালে, প্রত্যেক দিন যাও গোসলে, বুঝতে পারি না। নারী লোকে আরজ করে, থাকি আমি যেই ঘরে, একটি কুত্তা থাকে মোর বিছানার পরে, সরে যায় না। শুনে স্বামী ক্রোধে ভরা, ঘর আমার পাঁচতলা বিল্ডিং করা, কুত্তা দেখিনা দুই চার পাড়া, চিন্তায় হলেন হুশ হারা, বুঝতে পারে না। তাই রাত্রিকালে লাঠি হাতে, কুত্তা মারেবে সেই মতে, পাহারা দেয় সারা রাতে, কুত্তা পায় না। সকালে উঠিয়া বিবি, আজকে নামাজ পড়ল অমনি গোসল দিলনা। বিবি বলে ওহে স্বামী, বে-নামাজী কুত্তা তুমি, শেরেক বেদাত হরদমি, ভূত পেত্নী জাহান্নামী, জান্নাত পাবে না। স্বামী এমন কথা শোনে, রাগান্বিত মনে মনে, চলে গেলেন শিক্ষাঙ্গণে, কোরআন হাদিস পাঠে মনে, দশটি বৎসর হলে গত, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবিরত, কোরআন হাদিস পড়ে মনের মত, মূর্খ রলেন না। একদিন মনে মনে দেলবিচে, একটি পত্র লিখে বিবির কাছে, মনে হয় বিবি চলে গেছে, ঘরে রহে নাই। বিবি লিখে ওহে স্বামী, দশ বৎসর পড়লে তুমি, পরের বিবি হই নাই আমি, শান্ত মনে আস তুমি, চিন্তা করিও না। স্বামী পত্র পাঠে নবোল্লাসে জেগে ওঠে, জলদি করে রাস্তায় হাটে, তথায় রলেন না। অতি শিঘ্রে তাড়াতাড়ি, পৌছিলেন আপন বাড়ী, দেখিয়া সে সতী নারী, এখন করে তাবেদারী, কুত্তা বলে না।

ঃ পাঞ্জাবী সের-৩ ঃ

বে-নামাজীরা দাড়িয়া নাসদল কুত্তাদি চাঙ্গি। হামেশা হামেশা তুন্দে রাবে ফেরতি রান্দি গান্দি, বে নামাজীর দাড়ী কুত্তার লেজের চাইতেও খারাপী। এ সম্পর্কে হযরত নুহ নবীর ঘটনা উপলব্ধি করিলে সব বুঝতে পারিবেন। নুহ আঃ অতিষ্ট হয়ে বদ দোয়া করেছিলেন। (ইয়া রাব্বে লা-তাজার আলাল আরজে মিনাল কাফেরিনা দাইয়্যারা). এই দোয়া পাঠ করার পর আল্লাহ দোয়া কবুল করলেন এবং নুহ আঃ কে বিরাট জল জাহাজ নির্মানের আদেশ দিলেন। বহুদিনে জাহাজ তৈরি শেষ হইলে আল্লাহ পাক নবীকে বল্লেন, যাহারা আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করিয়া তোমার কাছে কালেমা পাঠ করে ঈমান এনেছে তাহাদেরকে তুমি জাহাজে উঠাও, যাহারা ইমান গ্রহণ করেছিলেন তাহারা জাহাজে আরোহন করিলেন।

হযরত নুহ নবীর চারজন ছেলে ছিল। হাম, ছাম, ইয়াফছ ও কেনান, চার ছেলের মধ্যে কেনান ইমান আনিল না। নুহ আঃ বলেছিলেন, হে ছেলে কালেমা পড়, জাহাজে চড় যে ভাবে হবে ঘুর্ণীঝড়, খোদার গজবে যদি মর, তাড়াতাড়ি কর, ছেলে উত্তর দিয়েছিল এমন মরুভূমিতে পানি হবে আমার বিশ্বাস হয় না। যদি পানি হয় আমি জৌদী পর্বতের উপর গিয়া দাড়িয়ে থাকিব তবুও বাবা তোমার জাহাজে উঠব না। কোরআনে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন (ইযা যায়া আমরুনা ওয়া ফারাত্তানুর) যে দিন নুহ নবীর তুফান আরম্ভ হয়েছিল তন্দুর চুলার মধ্য থেকে পানি প্রবল বেগে নির্গত হয়েছিল। এটা ছিল তুফানের আলামত। হজরত নুহ আঃ আল্লাহর হুকুমে মানব, কীট পতঙ্গ, চরেন্দা, দরেন্দা, পরেন্দা, হাইয়্যেনাত, নাবাদাত, কুল কায়েনাত, জোড়া জোড়া একটি নর ও একটি মাদি উঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সব শেষে আল্লাহপাক বলিলেন হে নুহ দুনিয়ার নিকৃষ্ট জানোয়ার একজোড়া কুত্তাকেও জাহাজে উঠাও সব গাছ বৃক্ষ ও তার বীজ পর্যন্তও উঠান হইয়াছিল। চল্লিশ দিন মৌশল ধারে বৃষ্টি পড়ে, নিম্ন হতে পানি বাড়ে।(আলমাও বাইনাচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরজে) আসমান ও জমিনের মাঝখান পর্যন্ত পানি হইয়া গিয়াছিল। পাচ/ছয় মাইল উচু হয়ে তরঙ্গ ঢেউ উঠেছিল। নুহ আঃ এর ছেলে কিনান তখন একবার ডুবে আর একবার ভাষে। ভাষতে ভাষতে জাহাজের পাশে আসে তখন নুহ নবী বলেছিলেন (ইয়া রাব্বে ইন্না নেবনী মেন আহলিওয়া ওয়াদাকাল হাক্কু আনতা আহকামুল হাকেমিন) নুহ নবী দুই হাত তুলে মাওলার নিকট প্রার্থনা করলেন, হে মাওলা আমার আহালের সন্তান কেনান মরে যায় অথচ তুমি আল্লাহ আমায় ওয়াদা করেছ হে নুহ তোমার বংশ আমি ধ্বংশ করিব না। তোমার ওয়াদাও সত্য। তৎসঙ্গে আল্লাহ পাক বল্লেন– (ইন্নাহু লাইছা মেন আহলেকা) হে নুহ সে তোমার আহলের ছেলে নয়। (ইন্নাহু আমালুন গাইরু ছোয়ালেহিন) সে আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করে নাই। তোমার হাতে কালেমাও পড়ে নাই। অতএব আমার এই জাহাজে হাজার হাজার জানোয়ার উঠানো হয়েছে। শিয়াল কুকুর খিনাজির উঠানো হয়েছে, তবুও আমার এই জাহাজ নাপাক হয় নাই। (ইন্নাল মুশরেকিনা নাজাছুন) তোমার ছেলে কেনানকে উঠায়ে আমার জাহাজ নাপাক করিব না। (ছন্দ) অতএব যারা বে-নামাজী, কুত্তা হতে তারাই পাজী, হাশরে মা-বুদ হবেন কাজী, রাজী হবেন না।

নামাজ ছাড়িবে যেই, জাহান্নামের পশু সেই, রহিবেক দোজখেই, আছে প্রমান কোরআনেই, ভাই আমি বলি না। অতএব ভাই বন্ধুগণে, কোরআন হাদীস পড়ো মনে, স্ত্রী-পরিবার সর্বজনে, নামাজ পড়েন সর্বক্ষনে, মা'বুদ জান্নাত দিবেন ইহার গুণে নিরাশ হবেন না। পরওয়ারদেগার ডেকে বলে, রে বান্দা পানি যদি নাহি মিলে, পানিতে যদি রুগ্ন বাড়ে, দৌড়ে যাবি পাক জমিনে, মাটি দিয়ে তায়াম্মুম দিবি তবু নামাজ পড়ে নিবি, আমি ছাড়ব না।

ঃ মহব্বত ঃ

আল্লাহ তায়ালা তিনবার পবিত্র মহাগ্রন্থের সুরা আল ইমরানে ফরমাইয়াছেন - (কুল ইনকুনতুম তুহেব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবেয়ুনী) আল্লাহপাক তিনবার প্রিয় হাবীব কে বলেন- হে নবী আপনি বিশ্বের মানব মন্ডলীকে বলে দিন যদি মানব জাতী আমার সাথে মহব্বত, ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি, সান্নিধ্য ভোগ করে বেহেস্তে উপবিষ্ট হতে চায় তাহারা যেন আপনার অনুসরন করে। আপনার পদাংক পদক্ষেপ অনুকরন করে আপনার পশ্চাৎগামী হয়। আপনার পৃষ্ঠপোষক হয়। আপনার অনুগ্রহ স্বীকার করে, আপনার তাবেদারী করে (পাঞ্জাবী সের) নবী মোহাম্মদ ছরোয়ারে আলম খোস ফরমান শোনাবে। যেছনু মেরে তাবেদারী কান্দেনা দোজখ যাবে। পাকড় মেরি তাবেদারী কাছে পয়গাম্বর আলী। মেরে হাত্তু বখশির বনে জান্নাত কুঞ্জীওয়ালী, ইয়ারাব যে নানে ছারকে মায়নু ওয়াখরা দ্বীন বানাইয়া বিশক মেরে কদর না পায়া। (ছন্দ মালা) হুকুম এলাহী বারী কর নবীর তাবেদারী তবেই হবেন স্বর্গপুরী, দোজখ হইবে না। সেই আল্লাহ রাসুল রাজী যাতে, চলেন সবে সেই রাহাতে, তবেই রবেন আরামেতে, কষ্ট পাইবেন না। এই দুইজন হইলে খুশী, তবেই হবেন স্বর্গবাসী, সেখানে সুখে রবেন দিবা নীশি, দুঃখ রইবেনা। অতএব ভাই খোদা রাস্তি, আল্লাহ ও রাসুলের সাথে করেন দোস্তি, চীরকাল রবে বেস্তী, কষ্ট পাবেন না।

বন্ধুগণ আল্লাহ তায়ালা কেন মহব্বতের কথা বল্লেন? তিনি সৃষ্টিকর্তা তিনার মখলুকাতের সাথে এইজন্যই মহব্বত, তিনি নিজ হাতে চারিটি বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। (খোলেকাতুল মালায়েকাতু মেন নুরেল আরশে) তিনার আরশের নুর হইতে কুল শব্দে অগনীত ফেরেস্তাসৃষ্টি করিয়াছেন সেই আরশকে আল্লাহ পাক নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছেন ঃ

১। খালাকাল্লাহুল আরশা বেইয়াদিহি ২। কাতাবাত্তাও রাফতিল আলওয়াহে বেইয়াদিহি৩ে ওয়া গারাছশ্বাজারাতা ফিল ফেরদাউস- এই তিনটি কোন জীব-জন্তুর ভেতর নহে, এর পরেই মাওলা বলেন বান্দা তোমরা শোন ঃ ৪। খালাক্কতু আদামা বে-ইয়াদেইয়া, আমি জাবিয়া শহরের মাটি এবং জান্নাতের পানী দ্বারা নিজ হাতে ছেনে বিরাট ময়দানের মধ্যে খোলা মাঠে রৌদ্রে এবং বাতাসে তোমাদের আদী পিতা আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি (ছন্দ) একমুষ্টি মাটি হতে বানাইয়া আদম জাতে কি সুন্দর করলাম তাতে চেয়ে দেখনা। এরপর হুকুম করেন আপে খোদা, সম্মানিত কর আদা, আদমকে করালেন সেজদা, ইবলিস করলনা। আদমকে করল অপমান, খোদা পাকের নাফরমান, কাজেই ইবলিশ হয় শয়তান, জাহান্নামেই লইবে স্থান, তবুও মাথা নত করবে না, - আমরা সেই আদম জাতী। আল্লাহর প্রেমে সদাই মাতি, মহব্বতে কাটাই দিবা রাতি গাফেল হই না। একদিন রাছুলে করিম মকবুল (ছাঃ) মাওলাকে ডেকে বলেন , ইয়া রাব্বে, আনা খাতামুন্নাবীইন লা নাবীয়া বায়াদী। অর্থাৎ হে প্রভূ, আমি তো শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী নাই। কিন্তু আমার পূর্বে যত নবী বা রাসুল পয়গাম্বর আসিয়াছিল। যতগুলি ভালো ভালো টাইটেল বা উপাধী তাহারাই নিয়া গিয়াছেন, সব তাহারা পাইয়াছেন, আমি পিছে পড়েছি আমার জন্য কি রেখেছেন। (ওয়াছতা ফাইতা নুহান ফা নুহু নাবীউল্লা, কাল্লামতা বে মুছা, ফা মুসা কালিমুল্লা, এত্তেখাজতা ইব্রাহীমা খলিলা, ফা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, ওয়া আতাইতা সুলায়মানা মুলকান, ওয়া আতাইতা লোকমান হেকমাতা কাযালেকা দাউদ খলিফাতুল্লাহ, ওয়া আদামু ছফিউল্লাহ, ওয়া ঈসা রুহুল্লাহ)-

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক বল্লেন (কাযালেকা আনতা হাবিবুল্লাহ্) আরও আল্লাহ তায়ালা বলেন হে হাবীব আমি এনাবত আদমকে দিয়েছিলাম আইয়াবা আইয়ুবকে দিয়েছিলাম, জাহাব জাকারিয়াকে দিয়েছিলাম, তানফিয়ত শিষকে দিয়েছিলাম, এবরত উজায়িরকে দিয়েছিলাম, হেকমত লোকমানকে দিয়েছিলাম, বাদশাহী সোলায়মানকে দিয়েছিলাম, জমিয়ত শোয়াইবকে দিয়েছিলাম, এলেম ইব্রাহীমকে দিয়েছিলাম, আকেবত ইয়াকুবকে দিয়েছিলাম, সমস্তগুলী জমাকরে একত্রে আপনাকেই দান করে দিয়াছি। ইহা রাহমাতুল্লিল আলামিন। কিতাবে লিখিত আছে। শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক আরো বলেন আপনাকে আমি চারটি বস্তু দান করেছি যা অন্য কোন পয়গাম্বরের ভাগ্যে জোটে নাই, এই চারটি জিনিস কোন নবী রাসুলকে দেওয়া হয় নাই।

ঃ পাঞ্জাবী সের -৪ ঃ

আখের বাক্কারতে ফাতাহা সুরত ইন্না আয়তোয়াইনা ভাই। চৌথি জানু আয়াতুলকুরছী পাক কোরআন যো আই। সুরত ফাতেহা ভেজি রবকে এতনি হয়ী সাদী। সত্তর হাজার ফেরেস্তে আয়ে দ্বীন মোবারক বাদী। জমিয়া আম্বর ছোনা হইউন লায়াল জাওয়াহের তারে। উজর উনাদা পুরা নাহুবে ছুন ইয়ার পিয়ারে, অর্থাৎ আপনাকে সুরা বাকারার শেষ রুকু দান করিয়াছি এবং একশত চারি খানা আসমানী কিতাব সমস্ত কিতাবের মা হলো আলহামদু সুরা, এই সুরাটির ত্রিশটি নাম আছে। এই সুরাটি একবার মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, দ্বিতীয়বার মদীনা শরীফে নাজিল হয়েছে এই সুরা একবার নামাজে উচ্চারণ ঠিক করে সুদ্ধরূপে পাঠ করলে ত্রিশপারা অর্থাৎ সমস্ত কোরআন শরীফ পাঁচ-সাতদিনে খতম করিলে যে সওয়াব পাওয়া যায় তাহা লিখা হয়ে যায়।

আমি আল্লাহ আপনার ও আপনার উম্মতকে সমস্ত নবীর উম্মতের আগে বেহেস্তে যাওয়ার জন্য আদেশ দান করিয়াছি। আমার মহা গ্রন্থ আলকোরআন যাহার ভিতরে ছয় হাজার ছয়শত ছয়ষট্টি আয়াত রহিয়াছে ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত আয়াতুল কুরছী সেই আয়াতুল কুরছীকে শুধু মাত্র আপনাকেই দান করিয়াছি, চতুর্থ জিনিস যাহা আপনাকে দান করিয়াছি তাহা শুনে সন্তুষ্ট হবেন (ইন্না আ'তাইনা কাল কাওসার) আপনার উম্মতের জন্য হাউজে কাওছার রিজার্ভ করে দিয়েছি। কাওছারের চারিটি অর্থ তফছিরে এবনে কাছিরে লিখা হইয়াছে, এক নম্বর কাওছার অর্থ সরোবর বা সমুদ্র, দুই নম্বর অর্থ ইসলাম ধর্ম, তিন নাম্বার অর্থ কোরান মাজীদ, চার নম্বর অর্থ এক্তেবা

ছন্দমালা– নদনদীতে সলিল পূর্ণ, কাওছারের পানি দুগ্ধবর্ণ, মধু হতে মিষ্ট শীর্ণ পিয়ালা সব স্বর্ণ বর্ণ, সর্বস্থানে অবতীর্ণ, তালাস লাগবেনা। ফিহা আকওয়াবু মৌজুয়া মুসলিম শরীফে রাছুলুল্লাহ ফরমাইছেন–মানশারে বালমায়ালাম ইয়াজমা আবাদা হাত্তা ইয়াদ খুলাল জান্নতা অর্থাৎ কাওছারের এক পেয়ালা পানি রাছুলুল্লাহ তার উম্মতে পান করিলে পঞ্চাশ হাজার বছর হাশরের দিন। বেহেস্তে প্রবেশ না করা পর্যন্ত একফোটা পানির পিপাসা হবে না (ছন্দ) ইসলাম ধর্ম সব ধর্মের রাজা এর মধ্যে হজ্ব যাকাত আর নামায রোজা, কোরআন পড়ে কর ঈমান তাজা, মুর্দা রইওনা জালেছেল উলামা ওয়া জাহেম হুকবেরুবা তাইকা ফা ইন্নাল্লাহা ইহুয়েল কুলুবা বে নুরেল হেকমাতে কামা ইহুয়েল আরজা বেহুয়া বেলেচ্ছামায়ে মোতা এমাম মালেক কিতাবে লিখা আছে আল্লাহর নবী বলেছেন হে আমার উম্মতগণ তোমরা অভিজ্ঞ আলেমের নিকট বসে কোরআন ও হাদিছ শ্রবন কর এই পবিত্র কোরআন ও হাদিছ স্পর্শমণি শ্রবণ করিলেই তোমাদের মরাদেল জিন্দা হয়ে যাবে যেমন হযরত উমর রাছুলুল্লাহের শীরোচ্ছেদ করিবার জন্য খোলা তলোয়ার লয়ে যাইতেছিল পথে এক ব্যক্তি উমরকে বলিলেন, এত রাগান্বিত হয়ে রাঙ্গা চক্ষু লয়ে কোথায় চলেছেন, তদুত্তরে উমর বলিলেন বাপ দাদার ধর্ম বিনষ্টকারী মোহাম্মদের মাথা আনতে যাই। তখন সে বলিল ভাই আপনার ঘরের খবর আপনার জানা নাই।

আপনার সহোদর ভগ্নি এবং জামাতা মুসলমান হয়েছে। এই কথা শুনা মাত্রই হযরত উমর এর শরীরে মনে হয় আগুন জলে উঠল। অভিমুখে ভগ্নির বাড়ীর দিকে ছুটল। ভগ্নি ঘরে বসে কোরআন কারিমের সুরায়ে তাহার প্রথম আটটি আয়াতে কারিমা নাজেল হয়েছিল তাহাই সে তেলাওয়াত করিতেছিল হযরত উমর লাঠি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। **(ছন্দমালা)** ভগ্নিয়ে কোরআন পড়ে, হজরত উমর লাঠি মারে লাঠির মাইরে মাটিতে পড়ে, তবু পড়া ছাড়েনা। এমন লাঠির আঘাত প্লাবনে রক্ত শোণিত, তবু পড়ে কোরআনের আয়াত ক্ষান্ত হলেন না। ভগ্নি বলেন প্রাণের ভাই, মোহাম্মদ হতে যা শিক্ষা পাই তোর লাঠির আঘাতে যদি মরেও যাই, আমি পড়া ছাড়বনা। ভগ্নির মুখে কোরআন শুনে, উমর প্রস্ফুট মনে, কলেমা পড়বে সেইক্ষনে, চলিলেন হেরা পানে, নবীজীর দরশনে, হুশ পায়না। বারজন ছাহাবি বলে উমর আসিতেছে চলে, মোদেরকে যদি মেরে ফেলে, পালাইতে চাই এহি ছলে, টিকতে চায়না। সবেই পালাইতে করেন ইচ্ছা, ঈমানেতে ছিলেন কাচ্ছাঁ, নবী বলেন আল্লার ওয়াদা ছাচ্ছা, মিথ্যা জেননা। না ডরিয়ে ভয়ে ত্রাসে, সর্বদাই জয়ের আসে, উমর শত্রু হলে হবে গ্রাসে, দখল পাইবনা। হেন কালে উমর বীর বরে, হাতে তলোয়ার সমশিরে, হাত কাপে থরে থরে, তলোয়ার পড়িল মাটির পরে, কালেমা পড়লেন মধুর সুরে, কাফের রইলেন না। কালেমা পড়ে উমর বলেন, হুজুর আমার সাথে এখনি চলেন পবিত্র কাবায় প্রবাসিত, তিনশত ষাট ভূত, সবকে করব নিপাত, থাকতে দিব না–যিনি ছত্রিশ কোটি দেবতার পুজক, হিংসা ক্রোধের উপাসক, শুনিয়া কোরআন পাঠ তিনি হলেন নবীর সেবক, ইসলাম ছাড়লেন না। হে খলিফাতুল মোছলেমিন, হে নবী প্রেমিক মুসলমান, মখলুকাতের অমুল্য কল্যাণ, বন্ধন রাখলেন পাক কোরআন পড়ে দেখলেন না। নিজের ছেলে আছে শুয়ে, পিছে গিয়ে খাড়া হয়, কাঠ মোল্লায় জানাজা কয়, দোয়াও জানে না। (কুল ইন ... .. ফাত্তাবেয়্নী) আল্লাহ তায়ালার আদেশে রাছুলুল্লাহর ইত্তেবা করতে হবে। তিনার অনুসরন করতে হলে তিনি কোন কোন বস্তুকে মহব্বত করেছিলেন ঠিক সেই বস্তুকেই-

আমাদেরও মহব্বত করতে হবে। রাছুলে করিম (ছঃ) তিনটি বস্তুকে সারা জীবন মহব্বত করেছেন, আত্বিব ওয়ন্নেছা ওয়া জোয়েলাতলি কোরআতু আইনি ফিস ছালাত) প্রথম মহব্বতের জিনিস সুগন্ধি আতর - অঙ্গে সুগন্ধি লেপন। সর্বদাই দন্তধাবন নয়নে সুরমা মাথায় পাগড়ী এবং বস্ত্রেও তিনি সুসজ্জিত ছিলেন। নির্মল কৌতুকে যিনি দৃঢ় রসিক তিনি তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং জীবনে গুরুগম্ভির ভাবে প্রত্যেক সৎকর্মে বিশ্ব মানব মন্ডলীকে একই প্লাটফর্মে দাড় করানোর মহা সামগ্রী ছিলেন। সেই মহান নেতা বলেন আমার দ্বিতীয় মহব্বতের সামগ্রী, আমার সহ সঙ্গীনী, আমার বল ভাষীনী, আমার গৃহ জামীনী, আমার সহ ধর্মিনী, আমার স্ত্রীকে আমি বড়ই ভালোবাসি। যে ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে ভালবাসে না সে যেন হাসরের দিনে আমার কাছে আসে না, সে আমার উম্মত নয়, আমি রাছুলুল্লাহ তার জন্য সুপারিশ করব না। বন্ধুগণ নবী বলেন কেন বিবিকে ভাল বাসতে হবে? তিনি হাদিস পাকে বলেন (আন-নেকাহ নেছফূল ইমান) বিবাহ ইমানের অর্ধেক অংশ, দ্বিতীয় হাদিস (মান আজাওয়াজা ইমরায়াতান ফাকাদ ইস্তেকমালাল ইমান) অর্থাৎ যে ব্যাক্তি এমন জ্ঞানবতী, পর্দানীশিন, সতী সাদ্ধি একটি মেয়ে যে দিন বিবাহ করিল ঐদিন হইতে তার ইমান পুর্ণ হইল। আঃ কাদের জীলানী (রঃ) তিনার গোণীয়তেত্তালেবীন কিতাবে লিখেছেন (মান তোয়ালা ত্তোয়াফা লুৎফা বেন্নেছায়ে ফালাহু আজরু কুল্লু ইয়াওমেন ওয়া লাইলাতেন মেয়াদে শাহীদেন) অর্থ যে ব্যাক্তি তার বিবিকে পর্দায় রাখে সর্বদাই শান্তির চোখে দেখে মহব্বতে দুইজনেই থাকে ঐ মেয়ের কারনে আল্লাহ পাকে, দৈনিক একশত শহীদের সওয়াব পুরুষের আমল নামায় লেখে। সোবহানাল্লাহ পুনরায় বলছি রাছুলূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন কেন বিবিকে ভালোবাসতে হবে?

মনে করেন আজ সমগ্র বাংলাদেশের রাজধানি ঢাকা মহানগরীতে সেথায় দশ তলা বিল্ডিং গড়া একটি জমিদারের মাত্র একটি কন্যা দুই তিনশত মাইল দুরবর্ত্তী কোন সুযোগ্য ছেলে বিবাহ করতে গেলে, তার সাথে বিবাহ পড়াইয়া দিলে, বিবি নিয়ে যখনি বাড়ী চলে, মেয়ে কেঁদে কেঁদে বুক ভাষায় চোখের জলে, স্বামীর বাড়ীর পুটলা বান্দে , কালিয়া কুফতা শিরনী রান্দে, বরপার্টি খায় মহানন্দে, হাসি ফুরায় না। মেয়ের মা বাপ মহা কান্না, অশ্রু জলে বহে বন্যা , কান্না ছাড়ে না। হুকুম এলাহী বারী, বাপ দাদার জমিদারী, চিরদিনের মিনারবাড়ী, সবগুলি দিলাম ছাড়ী, আমি করব স্বামীর তাবেদারী, ইহার গুনেই হইব স্বর্গপুরী, দোজখী হইব না। রাছুলুল্লাহ বলেন কেন বিবিকে ভালোবাসবে না? যে মেয়ের সাথে জীবনে দেখা হয় নাই, জীবনে তার বাড়ী যায় নাই। এক ওয়াক্ত খানাও জীবনে একত্রে খায় নাই। তার বাড়ী অপর এর বাড়ী, অপর তার বাবা অপর এর বাবা অপর সকলের মায়া ত্যাগ করে স্বামীর সংসার গড়ে, স্বামী ব্যবসা বানিজ্য করে, কোন সময় কেটে যায়, ভোটে যায় হাটে যায়, মাঠে যায়, মসজিদে নামাজে যায়, স্বদেশ বিদেশে যায়, বিবি ঘরে বসে তার ছেলে মেয়ে লালন পালন করে, অতীত মেহমান চাকর বাকরের ভাত, পাক করে সারারাত, অন্ধ ঘরে চোরের ডরে মাল পহর পারে, এই বিবিকে ভাল না বাসিলে ঐ স্বামীর ইবাদত কবুল হবে না। আমি রাছুলুল্লাহ তার কি সুপরিশ করব? জনাবে রাছুল (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন (আদ্দুনিয়া কুল্লুহা মাতাউন, ওয়া খাইরুম্মাতায়েদ্দুনিয়া আল মারাতু ছোয়ালেহা) অর্থাৎ তোমাদের পাঁচশত বিঘা জমি রয়েছে দশতলা বিল্ডিং সৌধমালা রয়েছে লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকে রয়েছে, কত হীরা কাঞ্চন, মনী-মুক্তা, সোনা-রূপা রয়েছে সব সম্পত্তি হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি তোমার নেককার বিবি (ছন্দ) হাদিছ পাকে বলেন নবী, আওরত গুণে মরদের ইমানের খুবী, ঘরে যিনার নেক বিবি, সেই কৈর জান্নাতের দাবি, নচেৎ করিও না। আল্লাহ তায়ালা বাবা আদমকে এ কারণে খোলা মাঠে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

যে আদম সন্তান যাহারা পুরুষ তাহার যেন ময়দানের দিকে ঘুম হতে উঠে আল্লার গুনগান গেয়ে চলে ময়দানের দিকে ছুটে, সারাদিন চকের মধ্যেই খাটে, নচেৎ ভাত যাবে না স্ত্রী পরিবারের পেটে। কিন্তু মা হাওয়াকে চকে বা খোলা ময়দানে সৃষ্টি করা হয় নাই, বাবা আদমকে সৃষ্টি করে আল্লাহপাক শুক্রবারে তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করালেন। এত সুখময় বেহেস্ত পেয়ে বাবা আদমের মুখে হাসি নাই, তখন আল্লাহপাক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম তোমাকে আমি এত মহব্বতের সাথে অগনীত ফেরেস্তার সম্মুখে নিজ হাতে সুগঠনে সুপ্রসন্ন করে সৃষ্টি করিলাম সুখময় বেহেস্তের অধিকার দিলাম, সমস্ত নুরের ফেরেস্তা সম্মানে ভক্তিপূর্ন সেজদা করাইলাম। কিন্তু তোমার মুখে হাসি দেখিনা। মনে হয় এখন তুমি একটি উদাসীন পাগলের মত ঘুরাফেরা করছ। বাবা আদম দীর্ঘ কণ্ঠে উত্তর প্রদান করিলেন, হে মাওলা, এই সুখ বিরাট ও বিশাল জান্নাতুল ফেরদাউস পেয়ে আমার কোন প্রকার শান্তি নাই। আমার একজন সহ সঙ্গীনীর প্রয়োজন। এখন আল্লাহ আদমের চোখে কিছুক্ষনের জন্য সামান্য ঘুম দিলেন, কিন্তু ঘুম হইবে না কারণ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন- (আন্নাউমু আখূল মাউত) নিদ্রা মউতের ভাই। এ জন্য আমরা শয়নকালে (আল্লাহুমা বেএছমুকা আমুতু ওয়া আহইয়া) বলে বিছানায় শুয়ে যাই। বাবা আদম ঘুম এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা ঘুমন্ত আদমের বাম পাঞ্জরের বাকা হাড্ডি টানিয়া বাহির করিয়া অতি পরমা সুন্দরী নারী লোক সৃষ্টি করে আদমের সামনে দার করে রেখেছেন হাওয়া তার নাম। আদম (আঃ) চেতন পেয়ে বলে হাঁ হাঁ এটাই ত আমার কাম, ধরতে ধরতে জাম,আল্লাহ বলেন আদম একটু থাম, বিবাহ পড়ানের কাম, তখন তার বিবাহ পড়ান, আল্লাহ বলেন হে জিব্রাইল এদের সরিয়তে সহুয়ত করো দান। প্রথম তিনটি সহুয়াত দিয়া বলেন এই তিনটি আদমকে দাও, একটি গুপ্ত অঙ্গে, বাকী দুইটি সারা শরীরে দেওয়া হইল। অপর নয়টি সহুয়াত দিলেন হাওয়ার জন্য। তখন মা হাওয়া বলিলেন, হে মাওলা আপনি কি বস্তু দিলেন আমাকে? যেন জলন্ত আগুনে দগ্ধিভুত করিলেন, মাওলা বলিলেন হাওয়া শোন তোমরা হবে নারী জাত, এই সহুয়তের কারনে মা, বাপ চৌদ্দগুষ্ঠি হাজার হাজার যত ইষ্টি সব ছেরে করবে স্বামী তুষ্টি, নিজে না খেয়ে স্বামীকে খাওয়াবে, তার পায়ে তেল মাখাবে, সদাই সোহাগ করবে, এ জন্যই এত সহুয়ত ও মায়া তোমার অন্তরে দিলাম। এখন একটি কথা বাবা আদমকে খোলা মাঠে সৃষ্টি করা হলো।

কিন্তু মা হাওয়াকে খোলা মাঠে সৃষ্টি করা হলোনা, বরং বেহেস্তে একটি ঘর যে ঘরের মধ্যে কোথায় কোন বস্তু হতে। দেখেন পুরুষের গায় সময় দুই তিন খানা কাপড় তার নিচে চামড়া তার ভিতরে মাংস, তার নিচে পর্দা, সেই পর্দার ভিতরে হাড্ডি, এত পর্দার ভিতর থেকে ঘরের মধ্যে সৃষ্টি করার একটি মাত্র কারণ। এরা নারী জাত, এরা যেন সদাসর্বদাই শুধু ঘরে বসত করে কেহ যেন দেখতে না পায়। পৃথিবীতে একমাত্র এটাই মুল্যবান বস্তু, এই বস্তু আমাকে আপনাকে বেহেস্তেও নিতে পারে আবার এদরে জন্যই আমাদের দোজখ হইতে পারে। এ বস্তু ছাড়া কোন লোকের চলেনা। বাবা আদম যখন বেহেস্তে বিবি ছাড়া শান্তি পায় নাই। এ দুনিয়ার বুকে, শান্তি পাবে না কোন লোকে, যতই পরিশ্রম চকে, বাড়ী গিয়া যদি আগে বিবির মুখ না দেখে (পদ্য) শান্তি কভু নাহি পাবে স্বর্গ সেবিকায়, শান্তি কভু নাহি পাবে কুসুম সয্যায়, শান্তি কভু নাহি পাবে আহারে বিহারে, শান্তি কভু নাহি পাবে বিছানা চাদরে, শান্তি কভু নাহি পাবে রমনার মাঠে, শান্তি কভু নাহি পাবে স্প্রীঙ্গের খাটে, শান্তি কভু নাহি পাবে রেডিওর গানে, শান্তি কভু নাহি পাবে ছিনেমা ভুবনে। শান্তির কথা লিখে গেলাম আমি হাতেম তাই, গৃহেতে রাখিয়া পর্দা করাবেন সর্বদাই, আজ আফছোছ করে বলতে হয়, মেয়েদের পর্দার কারণে তাদের আযান নাই, মৃত্যুর পর কাফনের কাপড় পাঁচখানা, সে মা-বোনদের পর্দা কোথায়? সব পর্দা আমরা পুরুষেরাই উঠায়ে দিয়েছি। মেয়েদের শিক্ষা ছিল কোরআন ও হাদিস, যাহারা এ শিক্ষা পেয়েছে তাহারা এখনও বেপর্দা হয় নাই। আজ আমরা রেল গাড়িতে যাই, মোটর গাড়ীতে যাই, বেবী টেক্সিতে যাই, নৌকাতে, জাহাজেতে, রিক্সাতে,অফিস আদালতে, আরও কত যাত্রাপথে, বেপর্দায় চলছে দিনে রাতে, চেয়ে দেখি শতে শতে, বোরখা লয়না। মেয়েদের জন্ম বেহেস্তের ভিতরে-হাদীছে আহাম্মদ এবনে হাম্বল তিনার কিতাবে লিখেছেন, চারিজন মেয়ে লোকের রূহ বর্তমানে বেহেস্তে আছে, প্রথম ফেরাউনের বিবি আছিয়া, দ্বিতীয় ঈসা নবীর মাতা মরিয়ম, তৃতীয় রাসুলুল্লার প্রথম স্ত্রী খাদীজাতুল কুবরা, চতুর্থ হযরত আলীর স্ত্রী ফাতেমা,এই ধরাধামের বুকে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন একজন নারী, সে হলেন খাদিজাতুল কোবরা, বন্ধুগন আমি যদি রাসুলুল্লাহর ইত্তেবায়ে সুন্নতের কথা লিখতে আরম্ভ করি তাহলে বইখানির দাম প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা হবে।

তা না করে প্রথমে এই ক্ষুদ্র বইখানি লিখিলাম, ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করিব। ভাই ছাহেবান আমরা মুসলমান এই মুসলমানদের জাতীর পিতা হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তিনাকে আল্লাহ তায়ালা কত ভাবে পরীক্ষা করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নাই। তিনার মাতৃগর্ভ হতে পরীক্ষা আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু পরীক্ষা দিয়েছিলেন প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি উত্তির্ন হয়েছিলেন। তিনি নমরুদের ভীষন অগ্নিকান্ডে পরেও আল্লাহর মহব্বতকে ভুলেন নাই, তিনার স্ত্রী ছারা নাম্মী সে এক ধনাঢ্য জমিদারের কন্যা রূপে গুণে মহাবন্যা এবাদতেও তেমনি পুণ্যা ছিলেন, তাহাদের ঘরে গরীবের মেয়ে দাসী হিসেবে রান্নার কাজ করত মেয়েটির নাম ছিল হাজেরা এই মেয়েটি যখন বালেগা হয়ে গেল একদিন বিবি ছারা বল্লেন হে স্বামী এই যে একটি গরীবের বেটী আমাদের পাক করে দেয় হালুয়া রুটি, মেয়েটি ধর্মেও দেখা যায় খাটি, খারাপ দেখি না। সেত মোদের কাজ করে এখন শেয়ানা হওয়ার পরে ওর বাবা ভালো বিবাহ নাও দিতে পারে, যদি উপবাসে মরে, আল্লাহপাক আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেও পারে, কাজেই বিবাহ কর ওরে। হযরত ইব্রাহীম বিবি ছারার কথা মতে হাজেরাকেও বিবাহ বন্ধনে গ্রহণ করিলেন। দুই পাশে দুইটি ঘর, একদিন ইব্রাহীম বিবি ছারার ঘরে থাকে. একদিন বিবি হাজেরার ঘরেও থাকে, আবার কোন সময় দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহকে ডাকে। এদিকে পরীক্ষা করিতেছেন আল্লাহ পাকে। দেখি আমার বন্ধু ইব্রাহীম একজন পরমা সুন্দরী ধনীর মেয়ে অপরজন কালো এবং গরীবের মেয়ে সমান চক্ষে দেখে কিনা এই পরিক্ষাতেও ইব্রাহীম ঠিক ভাবেই বিচার করিয়াছিলেন। এক বিবির হবে মান্য, অপর বিবি মনক্ষুন্ন, স্বামী হবে জাহান্নামী সেই জন্য, জান্নাত মিলবে না। আল্লাহ তায়ালা বিবির পরীক্ষার পরে, ছিয়াশি বৎসর পরে এক ছেলে দিল হাজেরার ঘরে, ইছমাইল নাম রাখিল তারে, হাসি ফুরায় না। ইব্রাহীম হাসি মুকে হাজেরার ঘরে সদাই ঢুকে, ছেলে যখন কোলে রাখে, ছারা কান্দে মনের দুখে, সয্য করে না। ছারা বলে হায়রে হায়, বিয়ে দিয়ে পরলাম দায়, হাজেরার কাছে সদা যায়, এখন করি কি উপায়, খোজে পাই না।

ছারা মনের দুঃখে, ছেলে যেন নাহি দেখে, বনবাসে দিবে তাকে, থাকতে দিব না, শুনে ইব্রাহীম নবী, সঙ্গে হাজেরা বিবি, ছেলে সহ গেলেন সবি, কেহই রৈলেন না। যাইয়া পবিত্র মক্কাস্থানে, জলহীন তৃণ স্বশানে, বনবাসে চিটিয়াল ময়দানে ছায়া পায় না। ছেলে বিবিকে রেখে, ইব্রাহীম কাঁদতে কাঁদতে যায়। এদিকে বিবি হাজেরা পানি নাহি পায় পানি বিনে আত্মা বাহির হইতে চায়। লাচার হইয়া বিবি ছেলেকে মাটিতে শুয়াইয়া রেখে, পানি খোজে চতুর্দিকে। ছাফা পর্বতে যায় অভিমুখে পানি পায় না, তারপর মারুয়া পর্বতে যায় সেখানেও পানি মেলে না। সাতবার করে ঘোরে ফেরে, পানি নাই প্রান্তরে। নিরাশ হয়ে যায় ইছমাইলের কাছে, শিশু ছেলে ইছমাইলে, পদাঘাতে পা ফেলে, মা'বুদের কৌশল বলে, মাটি ফেটে স্রোত চলে, কিনার মানে না। মাটি হতে মহানন্দে, জমজম বলে কিনার বান্দে, পান করিলেন শান্তস্পন্দে, পিপাশায় রৈল না। কথায় কথায় লোক বলে, ছবুরে ভাই মেওয়া ফলে, তাই দেখিলাম হাজেরার কোলে, ছারা পেলেন না। ব্যবসায়ীক পথিকগন, ঐ পথে চলে সর্বক্ষন, পানি পানে সর্বশান্ত মনে দুঃখ করে না। প্রভূর লীলা বুঝা মহা দায়, এমন প্রাণী নাই দুনিয়ায়, সবেই পানি কিনতে চায় অভাব পড়ে না। এহেন হাজেরা রমনী, পানি বেচে হলেন ধনী, ভাইরে হিংসার ফল কতখানি বুঝে দেখেন না। মাত্র সাতটি বছর পরে, ইব্রাহীম ছিলেন ঘুমের ঘোরে, মাবুদ কুরবানীর হুকুম করে। তিনি ঘুমে রইলেন না।

(হযরত ইসমাইলের কুরবানীর কাহিনী)

(ফালাম্মা আছলামা ওয়া তাল্লাহুলে জাবিন) আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে বল্লেন হে ইব্রাহীম আপনি তো দুনিয়ার সর্ব প্রথম মুসলমান, মুসলমান হলে তার কোরবানী দিতে হয় আপনি সত্বর কোরবানী করুন। হযরত ইব্রাহীম প্রথম তিনশত বকরী কোরবানী দিলেন।

মাওলা এই কুরবানী কবুল করলেন না। তিনি পুনরায় দেড়শত গরু কুরবানী দিলেন, তারপর মাওলা বলেন আমি গরু, বকরী কুরবানী কবুল করি নাই। আপনি কোরবানী করেন, তখন ইব্রাহীম দুইশত উট কোরবানী দিলেন। ইহার পরও মাওলা তাকে বল্লেন হে ইব্রাহীম এতগুলী উট, গরু, বকরী কোরবানী করিয়াছেন আমি আল্লাহপাক এর এক ফোটা রক্তও কবুল করি নাই। আপনি মহব্বতের সাথে কোরবানী করুন। **(ছন্দমালা)** তখন ইব্রাহীম হাত তুলে, প্রভূকে ডাকিয়া বলে, তুমি রাজি কোন জিনিস দিলে,স্পষ্ট করে দাওগো বলে, গোপনে রেখ না। পরোয়ার দেগার ডেকে বলে, ইছমাইল তোমার প্রাণের ছেলে, সেই ছেলে কোরবানি দিলে, আমি কবুল করিব এই মহলে দেরী করিব না। শুনে ইব্রাহিম নবী, ছারা নামে ছিলেন বিবি, কাছে গিয়া সেতাবি জলদি শোন না। মোদের ছেলে ইছমাইল মাবুদে তার প্রাণ চেল, দৌড়ে হাজেরার কাছে গেল, দেরী করলেন না। বলে ও হাজেরা ইসমাইলের মাও, তুমি ইছমাইলকে গোছল দাও, শিথি করে জলদি পাঠাও দেরী করো না। যে মাবুদ মোদেরকে পালে, ঐ মাবুদেই দিলেন ছেলে, সেই মাবুদে চেলে ছেলে বখিল হইবনা। শুনিয়া বিবি হাজিরা, মেশক আতর খুশবু দ্বারা, আনন্দে সব মাতোয়ারা, বেজার হলেন না। মাতা পিতা ছেলে তিন জনে, উল্লাসিত হয়ে প্রাণে, নুতুন কাপড় পরিধানে, কোরবানী করবেন সেই কারণে, মলিন রাখেন না। ময়াদানে দেখিতে পায়, ইবলিছ শয়তান যায়, পাথর মারিয়া তাড়ায়, টিকতে দেয় না। বাপ বেটা দুইজনে মিলে, ছাফা মারওয়া পাথর ফেলে, ইবলিছ শয়তানে ভেগে চলে, কাছে রইল না। ফাল্লামা বালাগা মায়াহুচ্ছাইয়া কালা ইয়াবুনাইয়্যা ইন্নি আরায়া ফিলমানামে আন্নি আজবাহুকা ফানজুর মাজাতারা–ইব্রাহিম নবী বলে, ইছমাইলকে সঙ্গে করে, নিয়ে যাব মিনার বাজারে, ছেলেরে কয় করুন স্বরে, তুমি শুননা।

তুমি ছেলে নয়ন মনি, আজ রাতে খোদার বাণী, বাবা তোমাকে দিব কোরবানী, সেই কারণে এখানে আনি, ফেরৎ নিব না। ইয়া আবাতে ফায়াল মা'তুমারু ছাতাজেদুনি ইনশাআল্লাহ মিনাচ্ছাবেরিন। শুনিয়া ইছমাইল বলে, বাবা সত্যই মাবুদের হুকুম হলে, ধৈর্য্য গুণ নিয়ে দিলে, কোরবান দিবেন এহি স্থলে, পাবেন মোরে পরকালে, তালাস লাগবনা। বাবা অতি শীঘ্রে তাড়াতাড়ি, জলদি করে চালান ছুরি, দেরী করবেন না। পড়িলে শয়তানের চালে, যে শয়তান ধোকা দেয় মোমিনের দিলে, রক্ত মাংস হাড্ডি মিলে, লবে জাহান্নামের তলে, মুক্তি পাবেন না। কিন্তু ওহে আব্বাজান কোরবানি করতে চান, কয়টি নছিহত শুনেন, দয়া করে করবেন পালন, হেলা করবেন না। প্রথম এহি নছিহত, মজবুত করে বাধেন পাও হাত, খোলা রাখবেন না। দ্বিতীয় নছিহত বলি, যদি আমি চক্ষু মেলি, মহব্বতে কোরবানী যাবেন ভুলি, কাটতে পারবেন না। নিম্নের দিকে দিবেন মুখ, চক্ষেতে লাগিলে চোখ, ভেসে যাকে তোমার বুক, সয্য হইবেনা। ইব্রাহিম করুণ স্বরে, ছেলের মাথায় হাত দিয়া শোকরিয়া করে, এমন ছেলে যার ঘরে, ময়দান মহাশরে তারে, পৌছাবে সে স্বর্গদ্বারে, হিসাব হবে না। কোন ছেলে যদি সম্মান পায়, বাবার সম্মান বেড়ে যায়, হাশরেতে টুপি পায়, রৌদ্র লাগবেনা। এরপর ইব্রাহিম ঋষি, মনে মনে মহাখুশি, ইছমাইলের হাত পাও বান্ধে কসী, আলগা রাখে না। তখন ইছমাইল বলে, বাবা বাঁধন মোর দেন গো খোলে, যাই যদি বন্ধন হালে, উচিৎ হয় না। ফেরেস্তা কাতারে কাতারে, এ কথা ভাবিতে পারে, জোরে কোরবাণী করে, রাজী হয় না। কিন্ত ইব্রাহিম নাহি শুনে, হাত পা রাখে বন্ধনে, ধারালো ছুরি চালান গর্দানে, গলে চালান না। অতিশীঘ্র তাড়াতাড়ি, ইচ্ছা তিনার দিবেন পাড়ি, হুকুম এলাহি বারীর, পশম কাটে না। এমনি ধারালো ত্যাগ, কাটেনা গর্দানের রগ, ইব্রাহিম মহা রাগ, ফিকিলেন ছুরী পাথর কেটে দুই ভাগ, আমান ছিল না। হেন কালে আল্লাহ পাক, সব ফেরেস্তা গণকে দিলেন ডাক, ইব্রাহিমের কীর্তি দেখে সাক্ষী থাক, ভুলে যাবে না।

ইয়া মায়াশারাল মালায়েকাতি ইন্নি উসহেদু কুম, ইয়া জিব্রাইল, এহবেত ইলাল আরজে মায়াল কাশবতে। মাওলা বলেন– ও জিব্রাইল জলদি যাও, বেহেস্তের দুম্বা লাও, ইসমাইলকে সরাইয়া দাও, কাছেরেখ না। পুনরায় হাতে ছুরী লয়, ছুরীকে ডাকিয়া কয়, কেন কাটতে কর ভয়, হুকুম মান না। ছুরীকে চালায়ে দিল, জবেহ হইয়া গেল, চোখের বন্ধন দেখে খোলে, ছেলে দুরে বসে খিলখিল হাসে চিন্তা করো না। আলল্লাহ বলেন ওরে ফেরেশতার দল, সত্য কথা সবাই বল, মানুষ আমার জন্য পাগল, ছেলে চায় না। জীবন যৌবনের একটি ছেলে, বাবা তার যে দিকেই চলে, হাত ধরে আব্বা বলে, আমি মাবুদ হুকুম দিলে, ছুরী চালায় ছেলের গলে, দ্বিধা করিল না। ইব্রাহিম কয় রাব্বানা, ময়দানে দুম্বা ছিলনা, কোথা হতে এল গায়েবানা বুঝতে পারি না। আল্লাহ বলেন ইয়া ইব্রাহিম ক্বাদ ছোয়দ্দাক্বতা রুইয়া ইন্না কাজালেকা ওয়া নাজ্জীল মোহছেনীন। আসমান হইতে খোদা, ইব্রাহিমকে শোনান নেদা, ছেলের জীবন করতে ফেদা, দ্বিধা করলেন না। তোর বার্ধ্যক্যের নয়ন মনি, সেই ছেলে দিলে কোরবানী, আমি দেখী মুমিনের দিল খানি, রক্ত মাংস হাড্ডি খানি, কিছুই লই না। কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন, লাইয়ানাল্লাহ লাহুমুহা ওয়ালা দেমাওহা ইল্লাত্তাকুয়া মিনকুম–মাটির মধ্যে গর্ত খোড়ে, কতজন গরু ধরে, মোল্লা গরু জবেহ করে, গোস্ত খেয়ে পেট ভরে, কোনটা পেল পরোয়ারে বুঝতে পারলেন না। গোস্ত সবই মানুষে খেল, চামড়ার দাম মেছকিনে নিল, হাড্ডি সব কুকুরে খেল, মাবুদের কাছে কোনটা গেল শুনেন না। রক্তে যখন মাটি ভাসে, এক বিন্দু নাহি চুষে, আত্মা আল্লাহর কাছে আসে, আল্লাহ এটাই ভালোবাসে, আর কিছু চায় না। ইব্রাহিম মজে না দুনিয়ার গন্ধে, বাবা হয়ে ছেলে বান্ধে, ধারলো ছুরি চালায় কান্ধে, মাবুদকে রাখতে আনন্দে, বেজার করেন না। কাহারও ছেলে বিমার হলে, ডাক্তারকে ডেকে বলে, দৌড়ে গিয়ে সিন্দুক খোলে, টাকা পয়সা দিব ঢেলে, বখিল হয় না।

ছেলের মায়ার পেরেশানে, বলে হে পাক ছোবাহান, আমার চঙ্গ দৌড়াইনা বলদ করব দান, তবু বাচাঁও আমার সোনাচাঁন, তুমি নিও না। আলাল্লাহ পাক বলেন, (কুল ইন .....ফাত্তাবেয়ুনী) বন্ধুগন এখনো মহব্বতের কথা শেষ হয় নাই। এই মহব্বত স্বয়ং আল্লাহর সাথে, আল্লাহ পাক বলেন–মানকানা লিল্লাহে কানাল্লাহু লাহু, যিনি খোদাপাকের আশেকান, আল্লাহ তার প্রতি দয়াবান, শান্ত থাকে মন প্রাণ, দুঃখ থাকে না। দেখি কত মোদের দেশে, সারা বৎসর জমি চাষে, তবু মরে উপবাসে, আহার জুটে না। আল্লাহ পাক বলেন–ওয়ামাইয়্যা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহে ফাহুয়া হাছবুহু–ডেকে বলেন আল্লাহ পাকে, আমাকে যে সদাই ডাকে, আমার ভরসায় যদি থাকে, আমি তারে শান্তি দেব দুঃখ দিব না। মাবুদকে ভালোবেসে, কত গেলেন স্বর্গ দেশে, লিখা আছে ইতিহাসে, আমি বলি না। যেমন হজরত বিলাল কামালজাতে, উম্মিয়া কমিনার হাতে, মহাতপ্ত গরম বালুতে, শোয়াইল খালি গায়েতে, কাপড় ছিল না। খালি গায়ে শোয়াইয়া, কাটা দা আর ছুরী দিয়া, মারিত ইসলাম লাগিয়া, সে তবুও ইসলাম ছাড়ে না– ওয়াহেদ ওয়াহেদ মাওলা বলে বিলাল হাকানি। ওয়াহদানিয়াত আন্দর মেরিহুজানা কোরবানী– ছুড়ীকে কান্দে রাখে, শরবত পিয়ালা সামনে থাকে, কুকুর দিয়া খাওয়াইব তোকে, কালেমা বলিস না। যদি ইসলাম ছেড়ে দিবি শরবতের পেয়ালা পাবি, কুকুরকে সরাইয়া নিব, ছুরি নিয়া ঘরে থুব, তোর দুঃখ সেরে দিব, প্রহার করব না। হজরত বিলালে কয়, এ কথায় আল্লাহ রাজি নয়, ছুরি দিয়া খন্ড খন্ড কেটে নিবি, তোর কুকুরকে খাওয়াইবি, তবু কিন্তু রাজি হব, তোর পিয়ালায় লাথি দেব, আমি নবীর সঙ্গে জান্নাতে যাব, ইসলাম ছাড়ব না– সোবাহানাল্লাহ– হয়ে এক ঈশ্বরবাদী, ধুলায়ে লুটায়ে কাঁদি, মায়া করেন পাক বিধি, বিলাল হলেন আযাদি, গোলম রইলেন না।

ঃ ২য় খন্ড ঃ

ঃ সর্দার ঃ

রাছুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন লে কুল্লে সাইয়েন সাইয়েদুন অর্থ সব জিনিষের সর্দার আছে, ১। সায়েদু চ্ছাক্কালাইন মোহাম্মদ (সঃ), ২। ফেরেস্তার সর্দার জিব্রাইল আঃ, ৩। ঘরের সর্দার বাইতুল্লাহ, ৪। মাসের সর্দার রমজান, ৫। দিনের সর্দার শুক্র বার, ৬। রাতের সর্দার লাইলাতুল ক্বদর, ৭। ধর্মের সর্দার দ্বীন ইসলাম, ৮। কিতাবের সর্দার কোরআন মাজিদ, ৯। আয়াতের সর্দার আয়াতুল কুরছি, ১০। কুপের সর্দার জমজম, ১১। লাঠির সর্দার মুসার লাঠি, ১২। পর্বতের সর্দার কুহেতুর, ১৩। মুয়াজ্জেনের সর্দার বিল্লাল, ১৪। সমুদ্রের সর্দার নীল দরিয়া, ১৫। সহিদদের সর্দার আমির হামজা, ১৬। গাছের সর্দার ছেদরাতুল মুনতাহার বরই গাছ, ১৭। আংটির সর্দার সোলাইমানের আংটি, ১৮। উটের সর্দার সালেহ আঃ এর উট, ১৯। দুম্বার সর্দার ঈসমাইল আঃ এর কুরবানির দুম্বা, ২০। মাছের সর্দার ইউনুছ কে পেটে নিয়াছিল যে মাছ, ২১। বেহেস্তে পুরুষদের সর্দার ইমাম হাসান ও হোসেন, ২২। মেয়েদের সর্দার ফাতেমা, ২৩। বেহেস্তে খাদ্যের সর্দার গোস্ত, ২৪। ভাই সাহেবান যত প্রকার আমল করেন সমস্ত আমলের সর্দার হল ক্ষুধা। পেটে যেন সব সময় ক্ষুধা থাকে রাছুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, (সাইয়েদুল আমালে আল জুয় তোবায়েদু মিনাল্লাহে সাবেয়া) পেট ভরে খাবেন আল্লাহ পাক হতে বহু দুরে পড়ে যাবেন। নাউযুবিল্লাহ, হাদিসে লেখা আছে (মা ছাবেয়ান্নাবীও (ছাঃ) আনেল আকলে কাত্তুন) কখনোই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সারা জীবনে কখনও পেট ভরে আহার করেন নাই, ২৫। সমস্ত প্রকার সালুনের সর্দার হলেন লবন। আরও কিছু আছে পঁচিশ পর্যন্ত লিখে দিলাম।

ঃ দুই এর বক্তৃতা ঃ

খালাকাল্লাহু কুল্লা সাইয়েন জাউজানে (আল্লাহপাক প্রত্যেক জিনিষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, জমিনের জোড়া আসমান, বেহেস্তের জোড়া দোজখ, ভালোর জোড়া মন্দ, পাপের জোড়া পূণ্য, নিদ্রার জোড়া জাগরন, দিনের জোড়া রাত, পুরুষের জোড়া স্ত্রী, হায়াতের জোড়া মউত, পুর্ণীমান জোড়া আমাবস্যা, গরমের জোড়া শীত, আগুনের জোড়া পানী।

মানুষের দুই হাত দুই পা, দুই কান , মুখে দুঁই পাটি দাত, দুই চক্ষু নাকের দুই বাশী। পর্বতের জোড়া সমুদ্র, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- এত্তাখাজাল্লাহ্ খলিলানে। আল্লাহপাক দুইজন পয়গাম্বরকে খলিল উপাধী দিয়াছেন ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ এবং মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ কারণ এই দুইজন ভুত ভাঙ্গিয়াছিলেন। কাজেই এই দুইজনের নামে দরূদে ইব্রাহীম এবং এই দরূদ শরীফ নামাজে পাঠ না করিলে তার নামাজ কবুল হয় না এমনকি কোন মোনাজাতে এই দরূদে ইব্রাহীম পাঠ না করিলে তার দোয়াও কবুল হয় না। হাদিসে রাছুল (ছাঃ) ফরমাইয়াছেন মৃত ব্যাক্তির জানাযায় শরিক হইয়া নামাজ ও মাটি দিলে দুই ক্বিরাত নেকি পাওয়া যায়। এক ক্বিরাত নেকি উহুদ পাহাড়ের সমান। রাছুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইয়াছেন, বিবিকে সান্তনা দেওয়ার জন্য তার সাথে মহা মিলনে দুই ক্বিরাত নেকি। এক রাতে তিনবার মিলন করিলে প্রত্যেকবারে দুই ক্বিরাত করেই নেকি হবে। দুই এর কথা আরও বহু আছে, এই পর্য্যন্তই শেষ করিলাম।

ঃ তিন এর বক্তৃতা ঃ

১। আল্লাহ পাকের তিনখানা কাপড়, ১নং- ইজ্জত ঢাকার জন্য তপন, ২নং অসীম রহমতের গায়ের জামা, ৩নং- ক্বেবরেয়াই রেদাই অহংকারের চাদর মাথার উপর। ২। তিনটি মসজিদ জান্নাতে যাবে ১নং- বাইতুল্লাহ মসজিদে হারাম, ২নং- বাইতুল আকসা শাম দেশে যেটা একলক্ষ্য বা দুই লক্ষ্য নবী রাছুলদের ক্বেবলা ছিল মোহাম্মদ (সাঃ) ১৭ মাস ঐ কেবলার দিকে নামাজ পড়িয়াছিলেন, ৩নং- মসজিদে নববী, মদিনা মনোয়ারায় অবস্থিত, ৩। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর মধ্যে আল্লাহ পাকের তিনটি নাম আছে যথাঃ আল্লাহ, রহমান এবং রহিম এই নাম তিনটি যোগ বা জমানার জন্য এক সময় এমন ছিল যে দুনিয়া ছিল না কোন কিছুই ছিলনা ছিল একমাত্র আল্লাহ, ২নং দুনিয়া যত দিন আছে কিয়ামত পর্য্যন্ত তিনি রহমান কারণ আবেদ জাহেদ মুসলমান, কাফের মুশরেক বেইমান, সবাইকে করেন রেজেকদান, ৩নং আর রহিম খাচ্ছাতান লেল মুমেনিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতে, হাশরের ময়দানে তিনি মুমিনের জন্য শুধুই রহিম হবেন,

৪। আমাদের বিশ্ব নবীকে তিনবার সিনাচাক করা হইয়াছে, একবার ছয় বৎসরে হালিমার ঘরে থাকতে ২য়বার দশ বৎসর বয়সে ৩য় বার মেরাজের সময়, ৫। সিনাচাক করে প্রথম পিত কেটে ফেলে দিলেন, তারপর জমজমের পানী দ্বারা ভালোভাবে ধৌত করে নূরের তস্তরী ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন, ৬। তিন কেছেমের জিনিষ ভিতরে দিলেন ১নং ঈমান, ২নং হেকমত, ৩নং স্বপন, ৭। নবী করিম (ছঃ) তিনটি বস্তুকে সারা জীবন মহব্বত করিতেন, ১নং- সুগন্ধি আতর -অঙ্গে সুগন্ধি লেপন। সর্বদাই দন্তধাবন মস্তিষ্কে পাগড়ী এবং বস্ত্রে তিনি সুসজ্জিত ছিলেন। নির্মল কৌতুকে যিনি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। এবং জীবনে গুরুগম্ভির ভাবে প্রত্যেক সৎকর্মে বিশ্ব মানব মন্ডলীকে একই প্লাটফর্মে দাড় করানোর মহা সামগ্রী ছিলেন। ২নং- তিনি বলেন আমার প্রেম বন্দীনী সহ সঙ্গীনী, আমার বল ভাষীনী, আমার গৃহ জামীনী, আমার সহ ধর্মীনী, আমার অর্ধাঙ্গীনা আমার বিবিদেরকে আমি অত্যান্ত ভালোবাসি। যে ব্যাক্তি তার স্ত্রীকে ভালবাসে না সে যেন হাসরের দিনে আমার কাছে আসে না, সে আমার উম্মত নয়, আমি তাদের নবী নই তার জন্য সুপারিশ করব না, ৩নং- (জুয়েলাতলি ক্বোর্রাতু আইনী ছালাত) নামাজ আমি অত্যন্ত ভালোবাসি নামাজ আমার চোখের পুতুলী, ৮। নফ্ছ তিন প্রকার ১নং- সার্কুন নফ্ছ, ২নং নফ্ছে লাওয়ামা ৩নং- নফছে মোতমায়েন্না নামাজ পড়ে কোরআন পড়ে সার্কুন নফ্ছকে নফছে মোতমায়েন্না হাসেল করতে হবে, ৯। প্রত্যেক চাঁদে তিনটি রোজা করতে হয় যেমন ঃ চাদের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখে, ১০। অজু করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করতে হয়, সমুদ্রেও যদি ওযু করেন, তিনবারের বেশি কুলি করতে পারবেন না, ১১। বিবাহের সময় তিনবার ইজাব কবুল করতে হয়, ১২। কেহ বিবিকে তালাক দিলে তিনমাসে তিন তহুরে তিন তালাক দিতে হয়, ১৩। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) মিরাজের সময় তিন পেয়ালা জিনিষ পাইয়াছিলেন দুধ, মধু, পানী, তিনি দুধ পান করিয়াছিলেন, ১৪। তিন জিনিষকে হাদিস বলা হয় ১নং- রাছুলুল্লাহর কথা, ২নং- তিনার কাজ কর্ম, ৩নং, তিনার চুপচাপ সম্মতি, ১৫। কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, ১নং-মার-রাব্বুকা, ২নং- মা-দিনুকা, ৩নং- মান হাজা রাজুলুন বুয়েছাফিকুম, ১৬। তিন কারণে আমি আরবি ভাষাকে মহব্বত করি ১ম ঃ আমি নিজেই আরবি সমস্ত পয়গাম্বরগণ আজমী ছিলেন, ২য় ঃ কোরআন শরীফ আরবি ভাষায় ও ৩য় ঃ ও লেছানু আহলেল জান্নাতে আরাবিউন, সুতরাং বেহেস্তে সকল লোকের ভাষা হবে আরবি।

১৭। কেয়ামতের সময় ইস্রাফীল আঃ তিনবার সিঙ্গায় ফুক দিবেন ১নং নফখাতু চ্ছাক, ২নং নফখাতুল হালাক, ৩নং নফখাতুল বায়াছ ১৮। মোনাফেকের আলমত তিন, ১ম ঃ ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, ২য় ঃ কথা বলে মিথ্যা, ৩য় ঃ ঝগড়া করে গালী দেয়, ১৯। ১ম ঃ মায়ের হক তিনটি, ১০ মাস পেটে রাখে, ২য় ঃ প্রসবকালে কষ্ট, ৩য় ঃ কোলে রেখে দুই বৎসর দুধ পান করায়। তিনের কথা এখানেই শেষ করিলাম।

ঃ চার এর বক্তৃতা ঃ

১। চার ফেরেস্তা প্রধান যেমন ঃ হযরত জিব্রাইল (আঃ), হজরত মিকাইল (আঃ), হজরত ইস্রাফিল (আঃ), হজরত আজরাইল (আঃ), ২। চার খানা আসমানি কিতাব যেমন ঃ তৌরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন শরিফ, ৩। চার খলিফা ছিলেন যেমন হজরত আবু বকর (রাঃ), হজরত আলী (রাঃ) হজরত উমর (রাঃ) হজরত উসমান (রাঃ), ৪। চার জিনিস আল্লাহ্ তায়ালা তার নিজ হাতে তৈয়ার করিয়াছেন ১ম আরশ, ২য় জান্নাতুল ফেরদাউস, ৩য় মুসা নবীকে নয় খানা ইয়াকুতের তক্তা দিয়াছিলেন তার নাম ছিল তৌরাত এই জড় জিনিষ এরপর মাওলা বল্লেন হে বান্দাগণ শুন (খালাকতু আদামা বে ইয়াদি) আমি আল্লাহপাক তোমাদের আদী পিতা হজরত আদমকে তায়েফের ময়দানে আট বৎসরে নিজ হাতে মাটি ছেনে গভীর জ্ঞানে সৃষ্টি করিয়াছি এই জন্য মানুষের এত জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করতে পারে, ৫। চার জন মেয়েলোক তাদের স্থান জান্নাতে যেমন ১নং- ফেরাউনের বিবি আছিয়া ২নং- হজরত মরিয়ম যিনি ঈসা নবীর মাতা, ৩নং- খাদিজাতুল কোবরা, ৪নং- ফাতেমাতুজ্ জোহরা, ৬। কোরআন কারিমে চারটি বিবাহ হালাল করিয়াছেন, ৭। এক লক্ষ বা দুই লক্ষ পয়গাম্বর এর মধ্যে চারজন পয়গাম্বর সর্ব শ্রেষ্ঠ ১নং- ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, ২নং- মুসা কালিমুল্লাহ, ৩নং ঈসা রুহুল্লাহ, ৪নং- মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (সাঃ), ৮। রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন- (ফানকেহু লে- আরবায়েন) অর্থাৎ চারটি জিনিস দেখে বিবাহ কর ঃ ১নং সুন্দরী, ২নং- মালদার, ৩নং- ভালবংশ, ৪নং- ধার্মিকা শেষে বলেছেন ফানফাউ বেজাতে দ্বীন ধার্মিকা ভাল, ৯। আব, আতশ, খাক, বাদ এই চার চিজে আদম জাত।

১০। রাছুলুল্লাহ (সঃ) মেরাজে গিয়ে বেহেস্তের ভিতর চারটি সমুদ্র দেখেছিলেন (১। সালসাবিল, ২। হায়াতুল হায়ান, ৩। হাউজে কাওসার, ৪। রহমতে দরিয়া এই দরিয়ার পানী পান করে এবং গোছল করে রাহমাতুল্লিল আলামিন উপাধী পাইয়াছেন), ১১। বেহেস্তের ভিতরে চারটি পর্বত আছে পৃথিবীতে এতবড় পর্বত একটিও নাই (১। মেশ্‌ক ২। আম্বর, ৩। কাফুর, ৪। জাফরান এই পর্বতসমূহ হইতে সর্বদাই সুগন্ধী আসিতে থাকিবে, ১২। মাতাকাল্লা মাছাবিত্ত ওয়া হুয়া তেফুলুন ইল্লা আরবাউ হাছিছে ১ম ইসা নবী চার মদিনের সময় সাক্ষী দেন দ্বিতীয় আছহাবে ইউসুফ ৬ মাসের ছেলে তৃতীয় আছহাবুল ওয়াখদুদ, চতুর্থ আছহাবে জুরায়েজ। চারের আরও বহু কথা আছে এই পর্য্যন্ত শেষ করিলাম।

ঃ পাঁচ এর বক্তৃতা ঃ

বুনি আল ইসলাম আলা খামছেন

১। ইসলামের খুটি পাঁচটি, ২। প্রথম আয়াত নাজেল হইয়াছে একুরা বেছমে রাব্বি কাল্লাজি খালাক পাঁচটি আয়াত, ৩। নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত, ৪। আল্লাহ তায়ালার নাম পাঁচ হাজার(এক হাজার লৌহ মাহফুজে, এক হাজার তৌরাতে, এক হাজার যাবুরে, এক হাজার ইঞ্জিলে, এক হাজার কোরআন কারীমে, শুধু নিরানব্বই নাম জাহির করে দিয়েছেন বাকী সব হাশরে মুমিনের জন্য রেখে দিয়েছেন), ৫। আমরা মুসলমান এর মধ্যে অক্ষর পাঁচটি, ৬। আল-হামদু এর মধ্যে হরফ পাঁচ, মোহাম্মদ এর মধ্যেও অক্ষর পাঁচ, ৭। ফেরাউনের আত্মা দৈনিক পাঁচ লক্ষ্য পাখির পেটে দিয়া জাহান্নামে তাপ দেওয়া হয়। শেষ করিলাম।

ঃ সাতের বক্তৃতা ঃ

১। সাত বৎসর বয়সে নামাজ ফরজ, ২। সাত দিনে আকিকা, ৩। আছমান সাত, ৪। জমিন সাত, ৫। সমুদ্র সাত, ৬। কোরআন কারিমের মঞ্জিল সাত, ৭। হামিম সাত, ৮। সুরা ইয়াসিনে মুবিন সাত, ৯। আসহাবে কাহাফে লোক সাত জন, ১০। হাশরের আরশের নিচে সাত প্রকার লোক স্থান পাবে, ১১। বিবাহ হারাম সাত প্রকার মেয়ে লোক, ১২। কোরআনের কেরাত সাত প্রকার, ১৩। আসমানের মঞ্জিল সাত, ১৪। ইউসুফ নবী জেল খানায় ছিলেন সাত বৎসর, ১৫। আইয়ুব নবীর শরীরে পোকা ছিল সাত বৎসর, ১৬। সাফা মরওয়ায় পাথর ফিকে সাত বার, ১৭। সাত দিনে এক সপ্তাহ, ১৮। সাত মিলে গরু কোরবানী, ১৯। কুকুরে বাসন চাটিয়া খাইলে মাটি দিয়া সাতবার মাজিতে হয়, ২০। মানুষের মঞ্জেল সাত ১নং- আলমে আরওয়াহ, ২নং- বাবার পৃষ্ঠ, ৩নং- মায়ের পেট, ৪নং- দুনিয়া, ৫নং- কবর, ৬নং হাশর, ৭নং- বেহেস্ত কিংবা দোজখ। ২১। লুত নবীর উম্মত আ'দ বংশ ধ্বংশ হয়েছে সাত দিনে, ২২। মুসা আঃ এর লাঠি ছিল সাত গজ, ২৩। বাবা আদমের পিঠ সাত গজ চওড়া ছিল,

২৪। সেজদায় অঙ্গ সাত, ২৫। সুরা ফাতেহার আয়াত সাত, ২৬। মানুষের মাথার ছিদ্র সাত, ২৭। আজানের কালেমা সাত। ভাই সাহেবান, এখন সাতের কারন শুনেন, শুনে খুশি হবেন। আল্লাহ পাক বলেছেন হে হাবিব মোহাম্মদ (সঃ) আপনার উম্মত পাক পবিত্র হয়ে ওযু করে যখন সাত কালেমায় আজান দিবে, সাত অঙ্গে আমায় সেজদা করবে, আলহামদু সুরায় সাত আয়াত পড়ে যাবে, সাত দোজখ হইতে মুক্তি পাবে, আমি আল্লাহ হিসাব নেব না। আলহামদুলিল্লাহ- ২৮। আরও শোনেন বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ সাত, ২৯। ইবলিশ মিনিটে সাত সন্তান জন্মায়। এই সাতের হিসাব আরও আছে। ৩০। রাছুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন মাগরিব ও ফজরের নামাজ পড়িয়া যে ব্যাক্তি সাতবার (আল্লাহুমা আজেরনী মিনান্নার ক্বালাতেন্নার আল্লাহুম্মা আয়েজহু মিনান্নার), ৩১। তাফসিরে কাবিরে প্রথম খন্ডে ৯৬ পৃষ্ঠায় ইমাম ফখরুদ্দিন (রাজিঃ) লিখিয়াছেন রাসুল সঃ এর খাতিরে সুরা ফাতিহায় সাতটি হরফ দেন নাই ث-ف-ج-خ-ز-ش-ظ ইহার মধ্যে যই হরফে জুলমানতুন অর্থ অন্ধকার, জুলমাত আন্ধেরা দোজখ মুশকেল, কবর আন্ধেরী বরকত ফাতেহা কুল আজাব বকশে খালেক বারী শীন হরফে শয়তান সাদীদ, সাহীকুন সার্বু শীন সর আজাব কিয়ামত সার্রে দুনিয়া ফানী দুহি জাহানে উহদে কারন ফজল খোদা রহমানী। এই পর্য্যন্ত শেষ করিলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

ঃ সত্তুর এর বক্তৃতা ঃ

১। দৈনিক সত্তুর হাজার ফেরেস্তা আকাশে বাইতুল মা'মুরে মহান প্রভূকে সেজদা করেন, ২। রাতে সুরা দুখান পাঠ করিলে মহান প্রভূ তাকে সত্তুর হাজার ফেরেস্তা গোনাহ মাফের জন্য নিযুক্ত করে দেন, ৩। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন হাশরে সর্ব প্রথম আমার গরীব সত্তুর হাজার উম্মত বিনা হিসেবে বেহেস্তে যাবেন, ৪। মহান প্রভূর সত্তুর হাজার নূরের পর্দা রয়েছে, ৫। ফজরের ও এশার নামাজের পর সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করিলে প্রভূ সত্তুর হাজার ফেরেস্তা গোনাহ মাফের জন্য নিযুক্ত করে দেন, ৬। বাবা আদম বলেছিলেন, হে মাওলা আমার সব সন্তানকে ইবলিশ দোজখে নিয়ে যাবে মাওলা বলে ছিলেন আমি এক নেকিতে সত্তুর নেকি দান করিব, ৭। আরশের নিচে সত্তুরটি দুনিয়ার সমান জায়গা রয়েছে, ৮। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন উলামায়ে উম্মতীকা আম্বিয়ায়ে বানী ইসরাঈলা সাবউনা নাবীয়ান অর্থ আমার উম্মতের হক্কানী আলেমগণ বনী ইসরাইলের সত্তুরজন পয়গাম্বরের মর্যাদা নিয়ে জান্নাতে যাবে, ৯। সুরা ফাতেহা নাজিল করতে জিব্রাইল আঃ সত্তুর হাজার ফেরেস্তা সঙ্গে করে রাসুল (সঃ) এর সামনে হাজির হয়েছিলেন, ১০। জান্নাতে প্রত্যেক হুরের পরিধানে সত্তুর রঙের সত্তুরখানা শাড়ি থাকবে, ১১। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক শহিদান সত্তুরজন লোক সুপারিস করে জান্নাতে নিতে পারবে,

১২। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন কায়ারে জাহান্নামা সাবঈনা খারিফান অর্থ জাহান্নামের গভীরতা সত্তুর হাজার বৎসরের পথ, ১৩। মুসা আঃ সত্তুরজন বনী ইসরাইলকে নিয়ে কুহে তুর পর্বতে গিয়াছিলেন আল্লাহপাকের নুর তাজাল্লিতে সত্তুরজন লোক সকলেই মারা গিয়াছিলেন মুসার কান্না শুনে আল্লাহপাক তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে দেন, ১৪। কারুনের তালার চাবি সত্তুর উটে বহন করিত, ১৫। বাবা আদমের সৃষ্টির সময় ইবলিশ সত্তুর হাজার জান্নাতের ফেরেস্তা নিয়ে আদমের লাশ দেখতে নিয়া গিয়াছিলেন দেখার পর আদমের সরিরে ইবলিশ থুথু ফেলেছিল, ১৬। বাবা আদমের রুহু দান করার সময় জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফিল প্রত্যেকেই সত্তুর হাজার জান্নাতের ফেরেস্তা সঙ্গে নিয়েছিলেন, ১৭। বেহেস্তের একটি আনারের সত্তুর দানা সত্তুর রঙ্গের হবে এবং প্রত্যেক দানার ভিন্ন মজা থাকিবে,১৮। জাহান্নামের মানুষ কুকুরের মত চিল্লাবে সত্তুর বৎসরেও আল্লাহপাক তাদেরকে চেয়ে দেখবেন না, ১৯। গোনিয়াতুত্তালেবিনে লেখা আছে জাহান্নামে প্রতি ঘন্টায় সত্তুরবার জীবিত করাবেন এবং পোড়াবেন। ২০। তফছিরে এবনে কাছিরে লেখা আছে হজরত জীব্রাইল আঃ প্রতিদিন বেহেস্তে হাইয়াতুল হাইয়ান নামক সমুদ্রে ডুব দিয়া গোছল করেন এবং পাখা ঝাড়িতে থাকেন প্রত্যেক ফোটা পানী থেকে একজন করে ফেরেস্তা পয়দা হয় ইহাতে দৈনিক সত্তুর হাজার ফেরেস্তা পয়দা হইয়াই বায়তুল মা'মুরে আল্লাহ তায়ালাকে সেজদা করেন, যাহারা একবার সেজদা করেন তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত আর সেজদার সময় পাবেন না, ২১। বনী ইসরাইলের বংশেই সত্তুর হাজার পয়গাম্বর এসেছিলেন, ২২। হজরত মুসা নবীর সত্তুর দল উম্মত প্রত্যেকেই হোতামা নামক দোজখে যাবে, ২৩। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন (আল মারিজু জাইফু ফালাহু আজরুন ছাবইনা সহিদান) মুমিন বান্দার অসুখ হলে সে আল্লাহতায়ালার মেহমান, ছবুর করে কষ্টে দুঃখে নামাজ পড়িলে দৈনিক সত্তুর সহিদের ছোয়াব পায় ঐ অবস্থায় মারা গেলে (আদখোলাল্লাহুল জান্নাতা বে গাইরে হেসাব) আল্লাহ তায়ালা তাকে বিনা হিসাবে বেহেস্তে প্রবেশ করাবেন। আলহামদুলিল্লাহ সত্তুরের হাদিস এই পর্য্যন্তই শেষ করিলাম।

ঃ হেকিম ঃ

১। ভাই সাহেবান হাতেম তাই লাহুরী একজন প্রসিদ্ধ হেকিম তিনি প্রায় ৫০ পদের দ্রব্য দ্বারা এক বিখ্যাত হালুয়া তৈয়ার করেন, শীত মৌসুমে ইহা সেবনে যৌন শক্তি মওত পর্যন্ত ঠিক থাকে, ঘন পেশাব হয় না, বাত বেদনা থাকে না। গেষ্ট্রিক থাকে না, শরির মজবুত থাকে।

২। তিনি দাফেউল আমরাজ ঔষধ বিক্রি করেন মাত্র বিশ টাকায়। তার দাম এই ঔষধের অনুমাণ ভেদে একই ঔষধে একশত রোগের ফল পাওয়া যায়, তিনার সব ঔষধ একবোরে বাস্তব।

৩। তিনি কয়েক প্রকার দ্রব্যদ্বারা অর্শ্ব রোগের ঔষধ দেন শুধু পান দিয়া খাইতে হয় অর্শ্ব নারে থেকে বিদায় লয় জীবনে আর মলের সাথে রক্ত পড়ে না।

৪। লাহুরীর সাথে তিনটি জ্বীনের দুস্তি আছে এই জ্বীন দিয়া যেসব খারাপ জ্বীন, পরী, ভুত-পেত্নী, দেও, পিচাশ, কালী মাদার, চুন্নী যাদের সন্তান হয় আর মরে যায় সব গ্যারান্টি দিয়া তিনি চিরতরে ছাড়াইয়া দেন।

৫। যাহাদের মন ছটফট করে আত্মা ধরফর করে খাইতে ইচ্ছা হয় না কোন ডাক্তারের ঔষধে ফল হয় না তিনি চিরতরে ইনশাআল্লাহ ভালো করেন।

৬। বহু মেয়ে যাদের বিবাহ আসে, খাওয়ায় খুব রশে যশে বিবাহ হয় না, খাওয়ার শেষে লাহুরী সাহেব তার তদবির করিলে ইনশাআল্লাহ তার অতি শিগ্রই বিবাহ হয় কোন ডিমান্ড পর্য্যন্ত চাইবে না।

৭। বহু মেয়ে এমন অবস্থায় বিবাহ হইলে স্বামী ও শশুর শাশুরী ননদ কেহই যাকে ভালোবাসেনা লাহুরী সাহেব সে মেয়ের তদবির করিয়া ময়ার কথা শিখাইলে ইনসাআল্লাহ চির কাল ঐ মেয়েকে সকলেই ভালবাসিবে। ইতিমধ্যে বহু বানমারা রোগী যাদু টোনা রোগী তিনি ভাল করিয়া সারা বাংলাদেশে অনেক সুনাম অর্জন করিয়াছেন জনাব লাহুরী সাহেব বর্তমানে বহু সভা/ইসলামী সম্মেলনে প্রধান ও তেজস্বী বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করিতেছেন তিনার মত প্রখ্যাত ও বিখ্যাত বক্তা এখন সারা বংলাদেশে কোথাও নাই। ইতি-

মাওলানা হাতেম তাই লাহুরী তিনি একজন হেকিম তিনি প্রায় ৫০ পদ দ্রব্যের এক শক্তিশালী হালুয়া তৈয়ার করেন, ইহা সেবনে ডায়বেটিস, ঘন পেশাব, পুরাতন আমাশা, গেষ্ট্রিক দুর্বলতা ও বহু রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জীন পরীর আছর, হাপানী, অর্শ, বাত ও দাফেউল আমরাজ যোগে চক্ষু ও কানের অসুখের অসীম উপকার হয়।

তিনি আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমতে এখনও বহু ইসলামী সভায় যোগদান করেন।